বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 648. August, 1917

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৪। আগষ্ট, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

গৌড় মল্লার—ঝিমা-তেতালা।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা!
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা!
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে!
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা!
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

[জ্ঞা জ্ঞা) ১ ॥ ২´ ৩
। । রা রা মা পমা। রা রা সা -া। রা -া পা -া। মা -জ্ঞা জ্ঞা -া) ।
ঝ র ঝ র ব রি ষে ০ বা ০ রি ০ ধা ০ রা ০

০ ১ ২´ ৩
জ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা। রা -া সা -া। ণ্ধ্ণ্ধ্-প্া প্া ম্া। মা -ধনসা সা -া।
হা ০ য় ০ প থ বা ০ সী ০ ০ হা ০ য় গ তি হী ০ ০ ০ ন

BUILT

২ ৩ ২ ৩ -ম
। -রা -মরা মা পা। ণ ধণা -পমা -পা -রা। -মগমা -রসা -রা -া। -পা পা মা -জ্ঞা
হা ০ য় গৃ হ ০ হা ০ ০০ ০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২ ৩ ০ ১
॥ { না না নধা -না। র্সা -া -া -া I পমা -পা -না -র্সা। র্রর্সা -র্রা -র্মা -র্জ্ঞা।
কি রে ০ বা ০ য়ু ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ ০

২ ৩ র্স ০ ১
া -া র্বর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্মা। র্রা -র্সা র্রর্সা -না } I র্সা -র্রর্সা -র্রা -র্জ্ঞা। -র্রর্সা -র্রা র্সা -া
০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ } ভা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কে ০

২ ৩ ০ ১
র্সা -র্রা র্সনা -র্সা। র্সণা -ধা ধণা -ধণধা I পা পা পা পা। পা পা -া পধপা
কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ জ ন হী ন অ সী ০ ০ ম ০

২ ৩ ০ ১
[রা]
মা -পমা -পা পা। র্সা -া -া -া I { সা সা রা মা। পমা -া -া -া
এ ০ ০ ০ স্ত রে ০ ০ ০ র জ নী আঁ ধা ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
-া -া -জ্ঞরা -সরা। -পা -মপা মা -জ্ঞা } I জ্ঞমা -া রা সা। রা -জ্ঞরা সা -া
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০ হা য় প থ বা ০ ০ সী ০

২ ৩ ০ ১
-সা -পা পা না। ধনা -ধনসা সা -া I মরা -মরা মা পা। ণধণা -পমা -পা -রা
য় য় গ তি হী ০ ০ ০ ন ০ হা ০ য় গৃ হ ০ হা ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ [ ]
-মগমা -রসা -রা -া। -পা -মপা মা -জ্ঞা ॥
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২ ৩ ০ ১
॥ -া -া -া -া। মা পা পা -া I পা পা পা -ধপা। মা পা -া পধপা
০ ০ ০ অ ধী রা ০ য মু না ০ ০ ত র ০ ০ গ ০

২ ৩ ০ ১
পা পা মজ্ঞা -া। -া -া -া -া I রা সা নসা -রজ্ঞা। -সরা -া -া -া
অ কূ ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ অ কূ লা ০ ০ ০ রে ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
মা পা মজ্ঞা -া। রা সরা নসা -রজ্ঞা I -সরা -া -া -া। মা পা পা মা
ত মি র ০ ছ কূ ০ ০ লা ০ ০ রে ০ ০ ০ নি বি ড় ০

২ ৩ ১
পা -না নধা না। র্সা র্সনা র্সর্রর্সা -া I -া -া -া -া। মা পা পা পা।
র্সা ০ র ০ দ গ গ ০ ০নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গ র গ র

২ ৩ ১
পণা ধা ধণা -পা। মা পা পমা -া I -া -া -া -া। {সা -া রা জ্ঞা
গ র জে ০ গ ঘ নে ০ ০ ০ ০ ০ চ ০ ঝ মা

২ ৩ ১
রজ্ঞা সা রা -জ্ঞা। রসা রা পা -া I -া -া -া -া } I পর্সা -া র্সণা -া
চ ০ প লা ০ চ ০ ম কে ০ ০ ০ ০ ০ মা ০ দি ০

২ ৩ ১
ধা পা মপা ধা। পমা -জ্ঞা -া -া I রজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা। রা -জ্ঞরা সা।
শ শি তা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ হা ০ য় ০ প থ বা ০ ০ নী ০

২ ৩ ১
ণ্ধ্ণা -প্া প্া না। ধ্না -ধ্ন্সা সা -া I মরা -মরা মা পা।
হা ০ ০ য় গ তি হী ০ ০ ০ ন ০ হা ০ য় গু হ

১ ২ ৩
ণধণা -পমা -পা -রা। -মগমা -রসা -রা -া। -পা মপা মা -জ্ঞা ||
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ০

নিবেদন।

চরণে বাজুক্ কণ্টকাঘাত, বজ্র-আঘাত শিরে,
তারি মাঝে যেন শ্রীপদ স্মরিয়ে তব পথে চলি ধীরে;
অটল হৃদয়ে অটুট লক্ষ্য রাখি তব আঁখি পানে,—
সব কুৎসারে কৌতুক বলি' বরি লই যেন প্রাণে।—
কি ভয়, কি ভয়! ও-চরণ-ধ্বনি শুনেছি হৃদয়-মাঝে!
হৃদয়-হীনের পরিহাস-বাণী আর কি গো কাণে বাজে?
'তোমার পরশ পরাণে লভিয়া জীবনে হইব ধন্য'—
যেন স্মরি' তাই তব পথে ধাই, তোমারি কাজের জন্য।

আন-মনে যদি করি কোথা ভুল, সেথা দিও তুমি বাধা,
চপল ভ্রান্তি সংহারি' মোরে শুনায়ো তোমার কথা।
সব দুঃখাঘাত সাদরে বরিতে হৃদয়ে দিও গো বল,
কর্ম্মে আমার দিও অধিকার, তুমি টেনে নিও ফল।
ছিন্ন করিও হৃদয়-গ্রন্থি শাণিত সত্য-ধারে—
দগ্ধ করিও বজ্র-আগুনে মলিন বাসনা-ভারে।
আঘাতে ব্যথায় চেতনা জাগায়ে সকল ভ্রান্তি হরে,
যোগ্য করিও এ জীবন মম তোমারি কাজের তরে।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

৬ই অক্টোবর প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বিন্ধ্যাচল-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। রাজঘাট ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, গাড়ী আসিতে প্রায় দুইঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে। বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথে বিন্ধ্যাচল যাইতে হইবে। এ-স্থান-সম্বন্ধে কোনও প্রকার ধারণাই আমার ছিল না;—তাহার পর, অপরিচিত স্থানে যে আগন্তুককে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়, এ কল্পনাও আদৌ মনে স্থান পায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী ভদ্রব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, উদার ও মহৎ। বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি সদ্যঃপ্রত্যাগত। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ঐ-স্থান সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। যথাসময় তদীয় উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধ হইয়াছিল।

এ-দিকে গাড়ী প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহিগণের সংখ্যা সে-দিন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ধীরে ধীরে যাইয়া একখানি মধ্যমশ্রেণীর কামরায় আমি প্রবেশ করিলাম; ট্রেনও আস্তে আস্তে চলিল। অনতিবিলম্বেই আমরা 'ডাফরিন' সেতু দিয়া গঙ্গার উপর দিয়া চলিলাম। আবার সেই পবিত্র মনোমুগ্ধকর কাশীধামের দৃশ্যে আত্মহারা হইলাম, প্রাণ-মন বিস্ময়ে বিভোর হইয়া গেল! মনে হইল, আজ বিজয়ার দিনে মা যেন আমাদিগকে নিরানন্দ করিয়া চলিলেন! যাইতে যাইতে সৌধমালা ও পবিত্র মন্দির-চূড়া আস্তে আস্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল! বেণীমাধবের উচ্চ চূড়াও অবশেষে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল! হায় প্রতিহিন্দুতীর্থে শত অত্যাচারের নিদর্শন ধরিয়াও হিন্দুধর্ম্ম আজিও পূর্ব্বগৌরবে বর্ত্তমান!

পুণ্যতীর্থে অল্প কয়েকদিনমাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে সবই নিতান্ত আপনার হইয়া গিয়াছিল; সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে থাকিয়াও, প্রীতির বন্ধন নীরবে দৃঢ় হইতেছিল; তাই বিদায়-কালে প্রাণে তীব্র যাতনা অনুভব করিতেছিলাম!

মির্জ্জাপুর-ষ্টেশনের অদূরেই চুণার-দুর্গ। দুর্গপ্রাচীর আপনার দুর্ভেদ্য দেহ বিস্তার করিয়া অতীতের কীর্ত্তিগাথা গাহিতেছে। আমরা চলন্ত গাড়ী হইতে দুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, এই দুর্গের সহিত অতীতের কত মর্ম্মভেদী কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে! কত শৌর্য্য কত বীর্য্য কত পরাক্রম বিস্মৃতির অতল-জলে নিমগ্ন হইয়াছে! পাঠান-বীর সের-সাহের কত বীরত্ব-কাহিনী এই দুর্গের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে! বীর-শোণিতে কতবার এই দুর্গ-প্রাচীর রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! কালের করাল কবলে কত দুর্গ

বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা আজিও উন্নতশীরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান! বার্দ্ধক্য ইহাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে নাই; ইহার প্রত্যঙ্গে অমিত বল; ইহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

বেলা ১॥ টার সময় বিন্ধ্যাচল-ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করিলাম। মধ্যাহ্ন-সৌরকর-পরিব্যাপ্তা তপ্তবালুকারাশি-পরিকীর্ণা দীনা প্রকৃতি তখন অভিনব সাজে সজ্জিতা! সকলই নীরব নিস্তব্ধ! দূরে দূরে দিগন্ত-প্রসারিণী পর্ব্বতশ্রেণী। তথায় একটুও বায়ুহিল্লোল নাই বা বিহগকূজন-কূজিত একটি পল্লবিত বৃক্ষও নাই; শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র নাই। কোথাও একটু ছায়া নাই যে, বসিয়া বিশ্রাম করি! প্রকৃতি যেন আজিও নির্ম্মম! তাহার নিষ্ঠুর প্রাণে একটুও দয়া নাই। দীর্ঘকালব্যাপী নরহত্যায় যে-স্থান কলঙ্কিত, ভীমদর্শন ঠগী-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ যে স্থানকে যমালয় জ্ঞান করিত, শিশুর আর্ত্তনাদ, জননীর নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস ও পুত্রের হাহাকার যে স্থানে আজিও প্রতিধ্বনিত, স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল যে স্থানে আগন্তুকদিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিত, নররক্তে প্রতিদিন যে স্থান প্লাবিত, সেই পাপপূর্ণ অভিশপ্ত স্থানের এতাদৃশ প্রতিকৃতিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এ-স্থানে পদার্পণ করিয়াই প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। ভীমকায় পাণ্ডাগণ সুদীর্ঘযষ্টি-হস্তে আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল; আমি কাহাকে কি বলিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও গতিশীল। একবার ভাবিলাম, কোনও এক ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিব, কিন্তু তমসাচ্ছন্না রজনীতে স্তব্ধপ্রকৃতির বিভীষিকাময় দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল; ভাবিলাম, এতাদৃশ ভয়াবহ স্থানে একক অবস্থান নিরাপদ নহে। পথিমধ্যে পাণ্ডাগণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি প্রমাদ গণিলাম। পূর্ব্ব-কথিত বন্ধুবরের উপদেশ আমার মনে হইল। তখন আমি পাণ্ডাবিশেষের নামোল্লেখ করিবামাত্রই সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল।

সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডার বাটীতে উপনীত হইলাম। গলির উভয় পার্শ্বে মৃন্ময় দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ; তাহাতে কোনও সাজ-সজ্জা বা পারিপাট্য নাই। তাহারা সুদৃঢ় দেহ বিস্তার করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। কত ঝড়-বৃষ্টি, কত ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই কর্কশ-দেহে একটুকুও আবিলতা আসে নাই। দেহযষ্টি একবারও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই।

নীচের তলায় একটা খাটিয়াতে পাণ্ডা-প্রবর বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি অভ্যর্থনা ও সৌজন্যের কোনওরূপ ত্রুটি করিলেন না। তিনি দেখিতে অত্যন্ত কর্কশ ও ভীমকায়; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বেশ বুঝিলাম, এই কর্কশ বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অতিকোমল স্নেহপূর্ণ অন্তঃকরণ নিহিত রহিয়াছে। আমরা বিশ্রাম করিতে করিতে পাণ্ডাজীর সহিত তাঁহার গৃহস্থলীর নানা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। এই অদ্ভুত গৃহ, যাহার কর্কশ গাত্র সামান্য পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়েই

মসৃণ ও সুশ্রী হইতে পারিত, অতিনিম্ন হওয়ায় যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা কত ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার কয়টি সন্তান, তাঁহাদের বিবাহক্রিয়া কি-প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাণ্ডাজী বিশেষ আগ্রহ-সহকারে দুর্ব্বোধ্য অর্দ্ধবাঙ্গালায় সমাধান করিলেন। তাহার পর পাণ্ডাজী নিজ হইতেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। মোট এই মাত্র বুঝিলাম, নেপালের রাজা তাঁহার শিষ্য। পূর্ব্ব-কথিত বন্ধুবরের নামোল্লেখমাত্র পাণ্ডাজী শত-মুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বত্য-প্রদেশে নিরক্ষর পাণ্ডার মুখে বাঙ্গালী বন্ধুর এতাদৃশ প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম; ভাবিলাম, গুণের আদর সর্ব্বত্র। বন্ধুবরের আদর্শ চরিত্র এ পাণ্ডাকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। এরূপ বিশ্রামান্তে অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পাণ্ডাজী আহারের অনুরোধ করিলে, আমরা ভ্রমণান্তে রাত্রিতে তাঁহার আলয়েই অন্নাহার করিব, এইরূপ উপদেশ দিলাম।

মির্জ্জাপুর সহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল-স্থানটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একই ধরণের কতকগুলি গৃহ সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লী গঠন করিয়াছে। স্থানটির বহুনিম্নে এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে প্রশস্ত রাজপথ-পরিব্যাপ্ত খোলা মাঠ। তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণী। এই পল্লীর উপকণ্ঠেই মা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। পূজার পর সমস্ত দিনের জন্য মন্দির-দ্বার বন্ধ থাকে। আমরা সেদিন গবাক্ষ-পথে মায়ের পরম-রমণীয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। প্রস্তরসোপান-পরিবেষ্টিত মন্দির-প্রাঙ্গণে কত সাধু-সন্ন্যাসী বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে পূজোপকরণ সাজাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা মায়ের নিকট নিবেদিত ছাগমাংস নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকানের অভাব নাই। দুই-চারিজন পাণ্ডা শিকারের অন্বেষণে এ-দিক-ও-দিক পায়চারি করিতেছে। প্রাঙ্গণ হইতে সঙ্কীর্ণ গলিপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অগণিত প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। তথায় গঙ্গার উন্মুক্ত দৃশ্য—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বীচি-পরিশোভিত শুভ্র সলিল-রাশি প্রাণে অনাবিল শান্তি ঢালিয়া দিল। পবিত্র বায়ু-হিল্লোলে অবসন্ন দেহ শীতল হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-কবি।

হে বিশ্ব-কবি! তুমি কি কৌশলে এই বিশ্ব-কাব্য রচনা করিয়াছ, জগতের প্রতি-বর্ণে তোমার সুনিপুণ হস্তের কি বিচিত্রতাই প্রতিফলিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব ছন্দেই অনন্ত ও অসীম ভূমণ্ডলখানিকে গ্রথিত করিয়াছ, অজ্ঞানোপহত মুগ্ধজীব কি তাহা

বুঝিতে পারে। মনুষ্যের ক্ষীণবুদ্ধি এই রহস্য-জাল ভেদ করিতে পারে না, মনুষ্যের দুর্ব্বল বাক্য তোমাকে সুব্যক্ত করিতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত একত্রিত হইয়াও তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্য দিয়া যে অসীমশক্তির পরিচয় দিয়াছ, তাহাই তোমার স্বাতন্ত্র্য, তাহাই তোমার অনন্যসাধারণ কবিত্ব। অনন্ত অন্ধকাররাশি হইতে এই পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগতের সৃষ্টিই তোমার বিশ্ব-কাব্যের প্রথম সর্গ। তোমার সামরাগিণীর ললিত ঝঙ্কারে পরমাণুসমষ্টি স্পন্দিত হইয়া এই চন্দ্র-সূর্য্যাত্মক জগতে পরিণত হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের মধ্য দিয়া তুমি আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছ। তুমিই উপাদান, তুমিই উৎপাদক; তুমিই কাব্য, তুমিই কবি!

লৌকিক কাব্যে কবির অন্তরের কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে, তাঁহার কল্পনা-লহরী বাঙ্ময়াকৃতি লাভ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে, এইজন্যই কাব্য পড়িয়া কবির রচনানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার অন্তরের কথাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কত যুগ ধরিয়া এই ধরিত্রী-মণ্ডলে প্রাণীসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, কত পথিক এই সংসার-পান্থশালায় অধিষ্ঠান করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে, কত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের পর্য্যালোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন তোমার রচিত এই বিশ্বকাব্য অনুসন্ধান করিয়া তোমার গভীর উদ্দেশ্য কণামাত্রও বুঝিতে পারিয়াছেন। কয়জন কাব্যের মধ্যে কবিকে ধরিতে পারিয়া অমৃতের আস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! সেইজন্যই বলি তুমি ও তোমার কাব্য উভয়ই দুর্জ্ঞেয়।

লৌকিক কাব্যের ন্যায় তোমার স্বরচিত কাব্যখানিতেও বস্তু, রস, গুণ প্রভৃতি প্রচুররূপেই বর্ত্তমান আছে। তুমিই তোমার কাব্যের প্রতিপাদ্য, যেহেতু একমাত্র তুমিই সর্ব্বত্র প্রধানরূপে বিবক্ষিত হইয়াছ। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি; তোমার নেতৃত্বে জাগতিক কার্য্য-কলাপ সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তুমিই নেতা। তোমার বিশ্বকাব্যে নানা রসের অবতারণা দেখিতে পাই। তুমি নিজে সর্ব্বরসাধার, গুণময়, সেই জন্যই তোমার কাব্যে অনন্ত রসের উৎস। শিশুর নির্ম্মল হাস্যতরঙ্গ, শারদচন্দ্রিকার স্নিগ্ধতা, বিহগের সান্ধ্যকাকলি, তটিনীর কলনাদ, এবং বিকশিত কুসুমনিচয়ের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দ-সম্ভারে পরিপ্লুত হইয়া কে না বলিবে যে, তোমার বিশ্বকাব্য একটী বিমলরসের অগাধ-সমুদ্র! সত্যই বলা হইয়াছে, "স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে, দানে দয়ালোরথভক্তগানে পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণা-ময়ীং তে।" * তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও জলধির উত্তালতরঙ্গভঙ্গী তোমার রুদ্র রস বা ভৈরবী মূর্ত্তির বাস্তব বিকাশ!

---

* স্তন্যপায়ী শিশুর স্তনদুগ্ধ-পানে, ভ্রমরের মধু আহরণে, দাতার দানে এবং ভক্তের সঙ্গীতে তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োন্মত্ত বীরগণের আস্ফালনের মধ্যে তুমি বীররসের অবতারণা করিয়াছ। হে প্রেমময়! তুমি অন্যোন্য দর্শনসহিষ্ণু দম্পতিযুগলের মধ্যে কি গভীর প্রেমরসের অভিব্যক্তি করিয়াছ! হে করুণাসিন্ধু, তুমি দীন-দরিদ্রের মধ্যে করুণ-রসের জীবন্ত মূর্ত্তি আঁকিয়াছ। এই জন্যই তুমি রসের অসীম সমুদ্র।

অলঙ্ঘনীয় নিয়মে জগতের সংস্থিতিই তোমার বিশ্বকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তোমার নিয়মের অধীন! আবির্ভাব, তিরোভাব সকলই তোমার নিয়ম। তোমার কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, কাব্যের বর্ণনীয় অর্ণব, ঋতু, উদ্যান প্রভৃতি জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তোমার বিশ্বকাব্যে শোভা পাইতেছে। তারকাখচিত নীলনভোমণ্ডল, অরুণ-রাগরঞ্জিতা কুসুমাভরণা উষার দীপ্তিচ্ছটা দেখিয়া বোধ হয়, তুমি কত সুন্দর, কত মনোহর! তুমি নিজে সৌন্দর্য্যের অতল সাগর! তাহা না হইলে তোমার রচিত বিশ্বকাব্য কখনই এত মনোরম হইতে পারিত না।

তোমার ভাব গভীর হইতে গভীরতম, মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। বিশ্বকাব্যের সামান্য একটী পংক্তির মধ্যে তুমি যে অসীম ভাবরাশি নিহিত রাখিয়াছ, কয়জন তাহাই উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন! আমরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া গভীর গর্জ্জনমাত্র শ্রবণ করিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ি; কিন্তু পারাবার উত্তালতরঙ্গভঙ্গীচ্ছলে যে কি মহাভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তোমার ভাষা সরল, ছন্দ ললিত এবং ঝঙ্কার মধুর।

অনিত্য বাস্তবজগতের ধ্বংস বা মহাপ্রলয় তোমার বিশ্বকাব্যের শেষ সর্গ। একদিন তোমার মোহন বীণার সামঝঙ্কারে এই কমনীয় জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর একদিন বিষম-রাগিণীর ভীষণ নিনাদে তাহার অবসান হইবে। তোমার বিশ্বকাব্যের আদি ও অন্ত, উভয়ই আশ্চর্য্যজনক। কাব্যের মধ্য দিয়া আপনাকে এত সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি মানুষ তোমাকে বুঝিতে পারে কই! প্রতিদিন বৃক্ষ, লতা, তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর গগনবিহারী চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি আমাদের নয়নের গোচর হয়, কিন্তু কই, ইহাদের মধ্যে তোমাকে ত অন্বেষণ করি না। বিহগের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হই, কিন্তু সেই মধুরিমার মধ্যে তোমার সত্তা ত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হে বিশ্বকবি! হে বিশ্বকাব্যের রচয়িতা! তোমার বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রতিনিয়ত তোমার অঙ্গুলিরচিত বিশ্বধাম অবলোকন করিয়া, তোমার অপার মহিমার কণামাত্রও বুঝিতে পারি না, ইহাই দুর্ব্বল হৃদয়ের আক্ষেপ।

শ্রী—

বিরহে।

আজি বিরহের দিনে নীরব গগন ঘিরে,
তব প্রেমের আলোক ডানাটি মেলিছে ধীরে।
হেরি প্রভাত-অরুণে তরুণ লাবণি-খানি,
কোন্ অজানার দেশে ডাকে মোরে হাত ছানি।
ওই মধ্য-তপনে রক্ত রবির ফাগে,
তব বাসনা-বাসিত মোহন মূরতি জাগে।
ম্লান সান্ধ্য-গগনে আগুনে ঢাকিয়া ছায়া,
তব রক্তিমময় চুম্বন পায় কায়া।
যবে অন্ধকারের বন্ধ অকূলে নাচে,
মম বেদনা হাসিয়া তোমারে নীরবে যাচে।
এই চন্দ্র-ধৌত স্পন্দনহীন হাসি,
হেরি ক্রন্দন যায় নন্দন-নীরে ভাসি।
তুমি তারায় তারায় রয়েছ জড়ায়ে ঘোরে,
আমি মরিয়া বেঁচেছি তোমার প্রেমের ঘোরে।
তুমি দেবতার বেশে পরেছ অর্ঘ্য-মালা,
পুনঃ ভক্তের সাজে হাতে বরণের থালা।
তুমি সীমার মাঝারে কহ অসীমের বাণী,
আমি মলয়ার চুমে পেয়েছি পরশখানি।
আজি মিলন কাঁদিছে হেরি বিরহের শোভা,
মম অন্তর আছে অন্তরতরে ডোবা।

দরবেশ।

নীরব-কবি।

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
নিবিড় অরণ্য-মাঝে, তরুলতা যথা রাজে,
প্রবল-বারিধারা গরজে যথায়;—
যথায় বিহগকুল বুকে ধরি এ মারুত
অম্বর-স্তব্ধতা ভেদি দূরে চলি যায়!—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায়!

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে মহীধর যথা কাঁপে,
তটিনী তরঙ্গ তুলি যথা বহি যায়;—
সুস্নিগ্ধ সমীর যথা পত্রে-পত্রে গাহে গাথা,
নবীন অরুণালোক প্রকাশে ধরায়!—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায়!

কে তুমি নীরব গাহিয়া বেড়াও—
অসীম আকাশ-মাঝে গ্রহতারা যথা রাজে
গম্ভীর বিচিত্র ঘন বিরাজে যথায়;—
চমকে চপলা যথা, চাতক শুনায় কথা
গভীর গভীর অতি গভীরতাময়!—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায়!

কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও
তোমার নীরব গীতি, মধুর মধুর নিতি!—
শত কোলাহল-মাঝে দেখা নাহি দাও।
কাছে কাছে আন টানি, কিন্তু তোমা নাহি জানি,
কাছেতে থাকিয়া তবু ধরা নাহি দাও!—
কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও!

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও!
তব গান কভু শুনি, কভু তাহা নাহি গণি,
কভু বা নীরব হেরি সে বীণার তার।
ওগো ও নীরব কবি! এত গাথা গাহ যদি,
এ হিয়া-মাঝারে তব গীতি একবার
গাহিয়া পবিত্র কর হোক্ একাকার!

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক।

বাঙ্গালা-দেশে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার যে পরিমাণ প্রয়োজন, কৃষিকার্য্যের ব্যয়-সম্বন্ধে সহায়তা করার তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। অর্থাভাবে কৃষকেরা প্রয়োজন মত যথাসময়ে চাষ-আবাদ করিতে পারে না। বর্ষাকালে অর্থসাহায্য পাইলে তাহাদের চাষের প্রভূত উপকার হয়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রজাগণ যথা-সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্য পায়। এখানে ব্যবহারের জন্য কৃষির যন্ত্রাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, এবং প্রজাগণ ইচ্ছা মত এখান হইতে সার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিজ-নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। এই প্রকার সাহায্যই বাংলা-দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিব বিভাগের জন্য প্রতিবৎসর অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকেন। দেশের লোক এ-বিষয়ে মনোযোগী হইলেই, কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন।

প্রত্যেক থানার এলাকায় অন্ততঃ এক একটী কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐ থানার এলাকার গ্রামের লোকেরা, যাঁহাদের অর্থ আছে, তাহারা প্রত্যেকে অল্প অল্প অর্থ সেই ব্যাঙ্কে জমা দিবেন; কেহ-বা ধান্য জমা দিবেন। কো-অপারেটিব বিভাগের রেজিষ্ট্রারের অধীনে এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। তাঁহার নিকট আবেদন করিলে মূলধন-সম্বন্ধে তিনি সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে ঐ টাকার সুদ পাইবেন। ধান্যেরও মূল্য ধরিয়া ঐরূপ সুদ দেওয়া হইবে।

গ্রামবাসী প্রজাগণ নিজ-নিজ গ্রামে এক একটী কো-অপারেটিব সমিতি করিয়া, নিজেদের মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা স্থির করিবে; এবং আপনাদের প্রয়োজন মত টাকা, কৃষিযন্ত্র বা সার প্রভৃতির জন্য ব্যাঙ্কে আবেদন করিয়া সেখান হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। প্রজাগণ ব্যাঙ্ককে সুদ দিবে এবং ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার জমী এবং জমীর শস্য উভয়ই আবদ্ধ থাকিবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কে গোলায় ধান্য এবং গুদামে সার ও কৃষিযন্ত্র থাকিবে। প্রজা সার বা ধান্য লইলে তাহার মূল্য কর্জ্জরূপে পরিণত হইবে। কৃষি-যন্ত্র মাসিক বা দৈনিক হারে ভাড়া দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কের অবস্থানুযায়ী দমকল, ধান-কোটা ছোট কল, তেলের ছোট কল, ধান-ঝাড়া কল, ধান কাটিবার কল, ইক্ষু মাড়িবার কল, ইত্যাদি ভাড়া দিবার জন্য রাখা হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে, অথবা অন্যান্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় বীজ আনয়ন করিয়া ব্যাঙ্কে বিক্রয়ের জন্য রাখা হইবে। আলু প্রভৃতির বীজ প্রজাগণ ব্যাঙ্ক

হইতে লইতে পারিবে। এই সকলের সুবন্দোবস্ত হইলে কৃষকগণের কতই সুবিধা হয়, কৃষিকার্য্যের কতই উন্নতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে সরকারী কৃষি-বিভাগ এবং কো-অপারেটিব-বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু কো-অপারেটিব বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে সাহায্য করা। সুতরাং কৃষিবিভাগ এবং কো অপারেটিব বিভাগ উভয়ে এক মত এবং একত্র হইয়া কার্য্য করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কো-অপারেটিবের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে কো-অপারেটিব সমিতির সভ্যদিগকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করা হয়।

৩। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া নিবারিত না হইলে, শুধু কৃষি-বিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারে না। ম্যালেরিয়ায় ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ কৃষক-শূন্য হইয়া যাইতেছে। বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল পরগণার লোক আসিয়া যদি বঙ্গদেশে বাস ও চাষ-আবাদে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমী অনাবাদ পড়িয়া থাকিত।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সমগ্র বঙ্গদেশে সমভাবে অবলম্বন করিলে, ইহার হস্ত হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য :—

(১) পানীয় জল পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। গ্রামের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইলে এই অভাব দূর হইতে পারে। পুষ্করিণী-সকল উদ্ধার করা ব্যয়সাধ্য, কিন্তু এক একটী মৃত্তিকার পাটের ঘেরা-বিশিষ্ট কূপ খনন করা ১০০৲ টাকার মধ্যেই হইতে পারে। কূপের উপরের ঘেরা পাকা এবং উচ্চ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উপরের জলের ছিটা ভিতরে যাইতে না পারে। কূপের নিকটস্থ নর্দ্দামাও পাকা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে নিক্ষিপ্ত জল দূরে গিয়া পতিত হয়।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান করা উপকারী। বৃষ্টির জল নির্ম্মল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহা পানে পেটের পীড়া দূর হয়। কোনও প্রকার বীজাণু, যাহা বর্ষাকালে সাধারণ জলে থাকে, পেটে যাইতে পারে না। বাঙ্গালা-দেশে বৃষ্টির জল পান করিবার প্রথা প্রচলিত হইলে, ম্যালেরিয়াও অনেকটা নিবারিত হইতে পারে।

(২) বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পল্লী পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। সকলেই যদি নিজ-নিজ বাটীর ও জমীর জঙ্গল পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে দেশে জঙ্গল হইতে পারে না।

শীতের প্রারম্ভে বন-জঙ্গল কাটিয়া স্থানে স্থানে স্তূপাকার করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিলে, দূষিত বাতাসও চলিয়া যায়।

যে-সকল পুষ্করিণীতে বন-জঙ্গল দ্বারা জল দূষিত হয়, এবং যাহা বাসস্থানের নিকটেই অবস্থিত, সে-সকল পুষ্করিণীতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। এক বোতল তৈল ৪ একর জলে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে ভাবী বিপদ্ যতটা নিবারিত হয়, তাহার তুলনায় এ ব্যয় কিছুই নহে।

অনেক সময় দেখিয়াছি, কালকাসন্দা এবং রাংচিত্রের গাছ বাটীর নিকটে থাকিলে

সেখানে জ্বরের আবির্ভাব অধিক হয়। আমার মতে গ্রামে এ সকল গাছ না থাকিলেই ভাল।

রাস্তাঘাট ভাল করা ও পল্লির জল যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

পল্লিগ্রামে বাটীর মধ্যস্থ আঁস্তাকুড়গুলি প্রায়ই অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। বাটীর মধ্যে এরূপ কখনও হইতে দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে বাটীর মধ্যে জল বসিতে না পারে এবং যাহাতে দুর্গন্ধ না আসে, এরূপ সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা বাটীর নিকটে ফেলা উচিত নহে। সারকুড় বাটী হইতে দূরে হওয়া আবশ্যক।

(৩) চা-পান ও কুইনাইন ব্যবহার। যতদিন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ না যায়, ততদিন এই দুইটীর ব্যবহারের প্রয়োজন। চা পান করিলে অনেকটা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে এড়ান যায়। কুইনাইন এবং সিন্‌কোনাও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। সুস্থ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে কুইনাইন অল্প-পরিমাণে ব্যবহার হইলে, সহজে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না।

(৪) মনকে প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন। এখন পল্লিগ্রামে একস্থানে অনেক লোকের একসঙ্গে বসিবার আড্ডা দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময় একত্রে বসিয়া গল্প ও আমোদ করা, অথবা বৈকালে ছেলেদের খেলিতে দেওয়া ও তাহা পরিদর্শন করা, এ সকল মনকে প্রফুল্ল রাখিবার উপায়।

মোটামুটি এই নিয়মগুলি পালন করিলে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোকেরা এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর না হইলে আর উপায় নাই। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকিলে, কোন কার্য্যই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃষি, শিল্প, কো-অপারেটিব প্রভৃতিতে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা, নিজ-নিজ বাসগৃহ এবং পল্লি পরিষ্কার রাখা, এ সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের উচিত নহে।

৪। চাষের উপযুক্ত পশু।

আমাদের দেশে গাভী ও বলদের আকার ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে এবং তাহারা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে উত্তম দুগ্ধবতী গাভী এবং বলশালী বলদ বঙ্গদেশে আনীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন। সরকারী 'ভেটেরিনরী' বা পশু-বিভাগ হইতে এ-সকলের আমদানীর বন্দোবস্ত হইলে লোকের ক্রয় করিবার সুবিধা হয়। কারণ, তাহাতে উচিত মূল্যে ভাল গাভী ও বলদ পাইবার সুবিধা হয়।

ত্রিহুতের উত্তরভাগে একদল পশুপালক আছে, তাহারা কেবল বলদ প্রস্তুত করিবার জন্যই গাভী প্রতিপালন করে। গাভীর দুগ্ধ তাহারা দোহন করে না, বৎসকেই পান করায়। ইহাতে বৎসগণ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হয়। ইহাদের পালিত বলদ-সকল অত্যুৎকৃষ্ট এবং কার্য্যক্ষম। বাঙ্গালা-দেশে বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকার পশু পালন করিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সেখানকার জলবায়ু

ভাল এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে পশু চরিবার স্থানও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশে পল্লীগ্রামে ভাল বলদ আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় রাখা হইত; এখন আর সে-দিকে লোকের দৃষ্টি নাই। গো জাতির উন্নতি করা আবশ্যক। প্রতিগ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া ভাল ষাঁড় পালন করা কর্ত্তব্য। কাহারও শস্য একটুকু নষ্ট করিলেই যে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, এরূপ ভাবা উচিত নহে। ষাঁড় সর্ব্বদা ছাড়া থাকিলে তাহার আর শস্য নষ্ট করিবার অধিক স্পৃহা থাকে না। অল্প আহারেই তাহার তুষ্টি হয়।

যেমন উত্তম গাভী ও বলদ রাখা প্রয়োজন, সেইরূপ ভেড়া ও উত্তম ছাগল পোষাও আবশ্যক। ভেড়া ও ছাগলের মলমূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। তাহা ব্যতীত ছাগলের দুগ্ধ এবং ভেড়ার লোমও মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এক একটি ছাগল ১ সের ১॥ সের করিয়া দুগ্ধ দেয়, অথচ অল্প আহার করে। এইরূপ ছাগল পুষিলে গৃহস্থদিগকে ছেলেদের দুধের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

৫। সার।

বাঙ্গালা-দেশে সারের জন্য খোল বা খইল ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। লবণও সারের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। এ সকল ব্যবহার করিবার জন্য এখন আর লোককে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় না। পয়সার সুবিধা এবং জিনিসের আমদানি হইলেই লোকে আগ্রহ করিয়া এ সকল সার ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কৃষকেরা জানে, ধান্যের জন্য কোন্ সময় খইলের সার ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ সময়েই বা লবণ ব্যবহার করিতে হয়। তাহারা জানে যে ইক্ষু এবং আলুতে খইলের সার অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকগণ জানে না যে, হাড়ের গুড়া ব্যবহারে কোন্ শস্যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়। ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের সার বাঙ্গালা-দেশের কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। গোবর ও চোনা কিরূপে রাখিলে সার ভাল থাকে, তাহাও তাহারা বুঝে না। মানুষের মলমূত্র যে সারের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-দিকেও তাহাদের দৃষ্টি নাই। কেমিকেল বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে তাহারা এখনও জানে না।

এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা-দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের দ্বারা এই সকল সার আনাইয়া কৃষকদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে, এ সকলের প্রচলন অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কারণ, বাঙ্গালা-দেশের কৃষকগণ এত চতুর যে, তাহারা কোনও বিষয়ে একটু ফল বুঝিতে পারিলেই, তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়।

কোন্ সার ব্যবহারে কি ফললাভ হয়, কোন্ শস্যের পক্ষে কি সার উপযোগী, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার হওয়া প্রয়োজন; এবং গ্রামে গ্রামে চাষ-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলে প্রভূত উপকার হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ শীলার নিকট ফিরিয়া আসিলে, শীলা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) কেন ? কি হয়েছে যে, ক্ষমা কোর্ব্বো ?

শীলা। মিঃ বসুর কথায়, এখন আমার সব কথা মনে হচ্ছে। আমি তাঁর কাছে সব কথা শুনে, আর মিসেস্ দাসের চিঠি দেখে তোমার উপর কি সন্দেহই করেছিলুম ! আমি যে লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছিলুম্— !

সুপ্রকাশ হাসিয়া, শীলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "যাচ্ছিলে। যাও নি ত ? কি করে যাবে ! আমি কি তোমাকে যে-সে বন্ধনে বেঁধেছি ? এ বন্ধন কি ছিন্ন হ'বার ! পালালে কি আমি ফিরাতে পার্‌তুম না ? সে শক্তি আমার আছে গো ! তাই অত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তোমাকে পেয়িছি। যাই বল, শীলা, বেচারা সুব্রতর জন্যে কিন্তু আমার ভারী কষ্ট হয় !"

শীলা। (একটু অভিমানের সহিত) সুব্রতর কষ্ট যখন সহ্য হয় না, তখন আমায় বিয়ে না কর্‌লেই হ'ত। আমি চিরদিন, না হয়, অবিবাহিতা থাক্‌তুম্।

সুপ্রকাশ স্নেহভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজ থাক্ ; এ-কথা আর এক দিন হ'বে।"

শীলা। তার চেয়ে সুব্রতর সঙ্গে রমার বিয়ের ঠিক্ কোরে দাও না ? সেই ত সব চেয়ে ভাল হ'বে। রমা ত খুব ভাল মেয়ে। আমি তাকে খুব ভালবাসি।

সুপ্রকাশ। আগে কটকে যাই, তারপর যা হয়, ঠিক্ হবে। এ ত জোরের কাজ নয় !

শীলা। কটক যেতে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। কেন যে এত দূরে এলে ! অমন সুন্দর বাড়ী ! অমন নদীর ধার—!

সুপ্রকাশ। সেই নদীর ধারটিই সব চেয়ে সুন্দর ! সেই যেখানে তুমি বসেছিলে ! আবার গিয়ে দু'জনে খুব নদীর ধারে বেড়াব, কেমন ? অমিয়কে গিয়ে খুব পুরস্কার দিতে হবে। তাকে একটা 'গ্রামফোন' কিনে দেব, কি বল ?

শীলা। সেই ত আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। না হলে, পরের বাগানে যাওয়া—!

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আবার সেই পরের সঙ্গে কথা কওয়া ! এখন সেই পরকে আপ্‌নার করা খুব সহজ নয় কি ?

শীলা। তুমি যদি মিঃ রায় বলে নিজের পরিচয় দিতে, আমরা তা' হ'লে ভয়ে আর সে-ধারে কখনো যেতাম না !

সুপ্রকাশ। তবে আমার ছদ্মনামই ধরা ভাল হয়েছিল ; কি বল ?

শীলা। আমি কিন্তু শুনেছিলুম, মিঃ রায়ের নাম—শরৎ রায়।

সুপ্রকাশ। আমার নাম চিরকাল সুপ্রকাশ। আমি ত কটকে কখনো আসি নি। জমীদারীও নতুন কেনা হয়েছে। আমার বাবাই সব দেখ্‌তেন। এখন আমায়ই সবই দেখ্‌তে হচ্ছে। কাল ফিরে যেতে হবে। যা বাকি আছে, সব ঠিক্ করে রাখি।

শীলা। আমায় ত তুমি কিছু কর্ত্তে দাও না!

সুপ্রকাশ। তুমি ত আমাতেই রয়েছ! আমি একাই দু'জনের কাজ কোর্ব্বো, সে কি ভাল নয়?

২৮

আজ সুপ্রকাশ ও শীলা কটকে আসিবেন। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও রমা প্রাতঃকাল হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহস্বামী এতদিন না থাকায়, গৃহাদির তেমন শোভা ছিল না; আজ আবার মনুষ্যসমাগমের সহিত যেন সেই অচেতন জড়পদার্থেও জীবন-সঞ্চার হইয়াছে। সুব্রত আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। গেট হইতে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত সকল স্থান কত নূতন নূতনতর কল্পনার আবেগে আম্র প্রভৃতি কত চিত্রবিচিত্র পল্লব-মালায় সজ্জিত হইতেছে। তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ-বর্ণের পুষ্পমাল্য ও জাপানী লণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বৈকালে ট্রেণ আসিবে। সন্ধ্যার সময় সেই রঙ্গিন লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বি-প্রহরের আহারাদির পর সুব্রত আসিয়া দেখিলেন, সব ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। তিনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া বলিলেন, "মাসীমা, আমি তবে এখন যাই? আপ্‌নার সব ত ঠিক্ হয়েছে?"

রমা। (ব্যস্তভাবে) বেশ মজার লোক ত আপ্‌নি! আপ্‌নি এখন কি বলে যাবেন! এত কাজ-কর্ম্ম কল্লেন, বিকেলে 'চা'তে আপ্‌নাকে থাক্‌তে হবে, রাত্রিরেও আজ এখানে খেতে হবে!—

সুব্রত। (হাসিয়া) আপ্‌নার হুকুম্ শুন্‌তে হলে, আমার আর ছুটী নেই! আর তা কি হয়! আজ তাঁরা বাড়ী আস্‌ছেন!

রমা। তা আস্‌ছেন ত কি হবে? একলা ত অনেক দিন ছিলেন; আজ, না হয়, দু'চার জন লোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বেন! ক্ষতি কি হবে?

সুব্রত ইহাতে কোনও উত্তর করিলেন না; নিজের 'পকেটে'র মধ্যে হাত দিয়া একটি 'প্যাকেট' বাহির করিলেন ও রমার সম্মুখে তাহা ধরিয়া বলিলেন, "বৌ-দি মিসেস্ রায়কে এইটি উপহার পাঠিয়েছেন।"

রমা তাহা হস্তে লইয়া কহিল, "আপ্‌নার বৌ-দি ত বল্‌ছিলেন, তাঁর শীলাকে যত ভাল লাগে, এমন আর কাউকেও নয়।"

সুব্রত অন্য দিকে ঈষৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন, কে আস্‌তেছেন। আমি ও-ধারে গিয়ে দেখি, সকলে কি কাজ কোর্‌ছে। আজ রাত্রিতে বাজী পোড়ান হবে, সব ঠিক্ করা হচ্ছে।"

রমা। আপ্‌নি দেখ্‌ছি, মিঃ রায়ের বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছেন!

সুব্রত। শুধু ভক্ত নয়, তাঁকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছি।

দেখিতে দেখিতে বাটীর সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, রমা ছুটিয়া দেখিতে গেল, কে আসিয়াছে। সুব্রত অন্যমনস্কভাবে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রমা দেখিল গাড়ীর উপর হইতে এক উড়িয়া বেহারা নামিয়া পড়িয়া বলিল, "আইলানি;

ঝাট উতরি যাও।" (১) তাহার পর সে গাড়ীর দ্বার সজোরে খুলিয়া দিল। রমা দেখিল, শীলার খুড়ীমাতা অনেকখানি ঘোম্‌টা টানিয়া তাহা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নামিলেন। অমিয় কাল-বিলম্ব না করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রমা অগ্রসর হইয়া শীলার খুড়ীমাকে বলিল, "আসুন, উপরে আসুন; দিদিমা উপরে আছেন।"

গৃহিণী। (মৃদুকণ্ঠে) তোমরা বুঝি এখানেই আছ? কখন এসেছ?

রমা। মিঃ রায় দিদিমাকে চিটি দিয়েছিলেন, আজ এসে পৌছবেন। তাই আজ আমরা সকালেই এসিছি। দেখুন না, তাঁদের জন্যে কত সাজান হয়েছে!

গৃহিণী। আমিও তাই তাড়াতাড়ি দু'মুঠো খেয়েই এসু। অমি ত আস্‌বার জন্যে রসাতল করে ফেলেছে। সে বল্‌ছে ইষ্টিসেনে যাবে।

রমা। বেশ ত। যখন গাড়ী তাঁদের আন্‌তে যাবে, তখন অমিকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তাঁহারা উপরে আসিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি গৃহে বসিয়াছিলেন। শীলার খুড়ীমাতা আসিলে, তিনি উঠিয়া বসিবার জন্য একখানি বেত্রাসন সম্মুখে সরাইয়া দিলেন। শীলার খুড়ীমা এবার ভূমিতলে না বসিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দেখিলেন, এবার তাঁহার সাজসজ্জারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আজ ত শীলারা আস্‌বে; তাই আমরা সবাই এসিছি। আপনাদেরও সংবাদ দিয়েছে, লিখেছে। আপনি এসেছেন, বড়ই ভাল হ'ল।"

গৃহিণী অতিশয় মৃদুকণ্ঠে, যেন কে তাঁহার কথা শুনিয়া ফেলিবে, এইরূপভাবে বলিলেন, "আস্‌বো বই কি! জামাই-মেয়ে বাড়ী আস্‌বে, না এলে কি হয়? তাড়াতাড়ি তাই কাজ সেরে নিয়ে এসু। কর্ত্তা ত ইষ্টিসেনে যাবেন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বেশ ত, ভালই হবে।

রমা ইত্যবসরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমা, মিঃ বসু বাড়ী যেতে চাচ্ছেন। কি করা হবে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, "যেতে দেওয়া হবে না; আর কি হবে? আমার নাম কোরে গিয়ে মানা কর গে; আর"—এই বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমা তাহা না শুনিয়াই চলিয়া গেল।

গৃহিণী। কোন্ বসু গা? প্রভাত বোস?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। না, সুব্রত। সেই ত আজ সারা সকাল-বেলাটি এই গোচ-গাছ করেছে।

গৃহিণী। সুব্রত? যার সঙ্গে শীলার যে'র কথা হয়েছিল?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। হাঁ, কথা ত হয়েছিল। এখন যে সুপ্রকাশের সঙ্গে সুব্রতর বড় বন্ধুত্ব হয়েছে। শীলার যখন আগ্রায় খুব অসুখ হয়, সুব্রতও সেইখানে ছিল।

গৃহিণী। সত্যি! খুব আশ্চর্য্যি ত! বিয়ে হ'ল না বোলে, প্রভাত বোসের মা এসে একদিন আমার কত কথাই শুনিয়ে গেলেন। তা, দিদি, আমি কি মানা করেছিলুম? তখন মনে হ'ত বটে, প্রভাত বোসের বাড়ী

(১) আসিল; শীঘ্র নামিয়া যাও।

পড়্‌লে শীলা বড়-ঘরে পড়্‌বে। তা শীলা আমার রাজরাণী হয়ে জন্মেছেন! লক্ষ্মীশ্বরী হয়ে বেঁচে থাকুন! তাঁর দয়ায় কত দীন-দুঃখীর প্রাণ-ধারণ হবে।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু হাসিলেন। যে-দিন গৃহিণীর সহিত তিনি প্রথম সাক্ষাৎকার করিতে যান, তখনকার ও এখনকার ভাষার কত প্রভেদ!

* * * *

ট্রেণ ক্রমশঃ 'ষ্টেসনের' নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শীলা উৎসুক-নেত্রে গবাক্ষ দিয়া চাহিতেছে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সুপ্রকাশ ছোট দুই-একটি আবশ্যক দ্রব্য গুছাইয়া সম্মুখে রাখিলেন। ট্রেণের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইল। গুরুগম্ভীর গতিতে ট্রেন ধীরে ধীরে 'প্ল্যাট্‌ফরমে' সংলগ্ন হইল। শীলা দেখিল তাহার কাকা ও অমিয় তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুপ্রকাশ দেখিলেন, তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি শীলার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নামাইলেন।

অমিয় লজ্জিতভাবে শীলার প্রতি চাহিতেছিল। শীলা তাহার কাকার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল ও অমিয়কে কাছে ডাকিল। রামলোচনবাবু শীলাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন; এবং সুপ্রকাশকে বলিলেন, "আপ্‌নার জিনিষ আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শীলাকে নিয়ে বাড়ী যান।"

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে তাঁহার চরণ-রেণু শিরে গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে বলিলেন, "আমায় 'আপ্‌নি' বল্‌বেন না! আপনি ত আমারও কাকা হন্।"

এই শ্রদ্ধাপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্য-কয়টি শ্রবণ করিয়া রামলোচনবাবুর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার গুণের আর কি পরিচয় দোব, বাবা! তোমার মঙ্গল জগদীশ্বর কোর্ব্বেন।"

অমিয় ধীরে ধীরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমি দিদি-ভাইয়ের সঙ্গে যাই?"

তিনি বলিলেন, "তোমার দিদি-ভাই যদি বলেন, যাও।"

অমিয় আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সুপ্রকাশ 'হ্যাণ্ড্‌ব্যাগ'টী লইয়া শীলার সহিত গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গাড়ী দ্রুত ছুটিয়া চলিল। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, বাটীর 'গেট' অতিসুন্দর-ভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা গেটের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চারিদিকে জনপ্রবাহ আসিয়া জমিতে লাগিল। গাড়ী-বারান্দার নিকট গাড়ী গিয়া থামিলে, সুপ্রকাশ নামিয়া দেখিলেন সম্মুখেই হাস্যমুখে রমা ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দাঁড়াইয়া আছেন। শীলা নামিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে নমস্কার করিল। রমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আজ আর মিঃ রায়ের সঙ্গে একটিবারও কথা কইতে দিচ্ছি না। এই যে মিঃ বসু কোথায় গেলেন!" সুব্রত বারান্দার এক-পার্শ্বেই ছিলেন; আর আত্ম-গোপন চলে না, কাজেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সুপ্রকাশ ও শীলাকে অভিবাদন করিলেন। সুপ্রকাশ হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

রমা। মিঃ বসু ত সারা-ক্ষণই রয়েছেন! এই ঘর-বাড়ী সবই মিঃ বসু সাজিয়েছেন।

সুপ্রকাশ। এত কষ্ট করে তোমরা আমাদের জন্যে সব সাজিয়েছ! তার জন্যে কি ধন্যবাদ দেব? আচ্ছা, মনে মনে যা আশীর্ব্বাদ কর্‌লাম, তা এখন বল্‌ব না।

সকলে উপরে গেলেন। শীলা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার খুড়ী-মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শীলা তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক মা! তুমি আমার রাজরাজেশ্বরী! এতদিন তোমরা এখানে ছিলে না মা, বাড়ী যেন অন্ধকার-পুরী হয়েছিল! আমি আমায় দিনে একশ'বার জিজ্ঞাসা কর্ত্ত, 'মা, দিদি-ভাই কবে আসবেন্?' এখন তোমরা এলে আমরা যেন বাঁচ্‌লাম! জামাই কেমন আছেন? তুমি ত বড় রোগা হয়ে গেছ!"

শীলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়েছিল; এখন সবাই ভাল আছি।"

রমা এই সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া সুব্রত যে 'প্যাকেট'টি তাহাকে দিয়াছিলেন, সেটি শীলার হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ, মিঃ বসু এটা তোমায় দিতে বলেছেন। বেলা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শীলা তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া দেখিল, মহামূল্য মুক্তা ও হীরক-খচিত একটী 'ব্রুচ্'; তাহার মধ্যস্থলে মুক্তাক্ষরে লেখা আছে,—"মনে রেখো!" শীলার এই উপহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইল। সে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয় ত? আমার সঙ্গে কি তিনি দেখা কোর্ব্বেন্ না?"

রমা হাসিয়া বলিল, "দেখা কোর্ব্বেন্ বই কি! যাকে নিয়ে ঝগ্‌ড়া তাঁর সঙ্গে ত বেশ ভাব হয়ে গেছে!" তাহার পর সে শীলার কাণের কাছে অগ্রসর হইয়া, খুড়ী-মাতার কর্ণগোচর না হয় এইরূপ ভাবে, চুপি চুপি বলিল, "লোকটি কি এতই অপদার্থ যে ভালবাসা যায় না?"

শীলা একদৃষ্টে রমার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মুখে যে কি ভাব অঙ্কিত, তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, "মিঃ বসুর বিরুদ্ধে আমার কিছু বল্‌বার নেই। আমি আশা করি, যে তাঁকে ভালবাস্‌বে সেই সুখী হবে।"

রমা "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে 'ষ্টেসন' হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরই শীলার খুড়ীমাতা চলিয়া যাইলেন। আহারাদির পর মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, রমা এবং মিঃ বসুও চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া যাইবার পরে নদীর দিকের বারান্দায় গিয়া শীলা ও সুপ্রকাশ দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; 'বোট-হাউসে' ক্ষুদ্র বোটখানি বাঁধা রহিয়াছে ও বাতাসে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। শীতের রাত্রি, তাই চারিদিকে যেন একটু কুয়াসার মত কি ছাইয়া আছে; চাঁদের আলোও তেমন উজ্জ্বল নহে। সমস্ত নগরী যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। উভয়ের মনেই এক কথা জাগিতেছিল। উভয়ের হৃদয়ে একটী সুরই বাজিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যখন কটকে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম শুধু দু'এক দিন থেকেই চলে যাব। এখানেই যে আমার সুখ-সৌভাগ্য বাঁধা ছিল, তা ত জান্‌তুম না!"

শীলা। আমি যখন এখানে আসি, আমার মন কি নিরাশায় পূর্ণ ছিল! বাবাকে হারিয়ে,

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এসে, কি পরীক্ষাতেই পড়েছিলুম! তুমিই আমায় রক্ষা কর্‌লে। তোমাকে পেয়ে এখন আমার আর কোনও অভাব নেই। লোকের কথায় তোমার মত স্বামীকে যে একবারও অবিশ্বাস করেছিলুম, তা এ-জীবনে ভুল্‌বো না।

সুপ্রকাশ। আগে কখনো সুনামের কাঙাল ছিলুম না। তোমায় দেখে, তোমায় পেয়ে, মনে হ'ত, কলঙ্কের দাগ না থাক্‌লেই ভাল হ'ত। বেচারা শৈলেন ভয়ে স্ত্রীকে কিছু বল্‌তে পারে না। তা'র জন্যেই আমার নীরবে থাক্‌তে হয়েছিল। তবে বড় ভয় হ'ত, যদি কখনো তুমি শুন্‌তে পাও! মনে হ'ত, হয় ত তুমি বুঝ্‌বে না; হয় ত, সত্যই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক্‌বে, ক্ষমা কর্‌বে না! যাই হোক, বিবাহিত জীবনে পরস্পরের নিকট কিছু গোপন না থাকাই ভাল। তখন বল্‌লে তুমি হয় ত কিছু মনে কর্‌তে না, আমাকে সহজেই ক্ষমা কর্‌তে—!

শীলা বাধা দিয়া বলিল, "তুমি দেবতা! তুমিই আমায় ক্ষমা কর!"

সুপ্রকাশ শীলার শুভ্র কোমল হস্তখানি স্বীয় হস্তে ধারণ করিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে সুপ্রকাশ বাহিরে গিয়াছেন। শীলা গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি একটু গুছাইয়া রাখিতেছে ও আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। এরূপ সময়ে রমা সেই স্থানে আসিয়া দ্বারের আড়ালে থাকিয়া গানটি শুনিতে লাগিল। শীলা তাহার স্বভাব-কোমল মধুর স্বরে গাহিতেছিল—

"এম্‌নি করে জীবন ভরে
যেন তোমায় পাই!
সোনার রবি উঠ্‌লো হেসে,
তোমার পানে চাই!
ফুলের গন্ধে, পাখীর কণ্ঠে
তোমার মধু নাম!
তোমায় পেলে কত শান্তি
কতই আরাম!
মনে প্রাণে জাগ্‌ছ তুমি,
ভালবাসা দিয়া,
তোমারি পানে, লও হে টেনে
অবোধ দুটি হিয়া!"

গান শেষ হইয়া গেলে, রমা আসিয়া শীলার গলা জড়াইয়া ধরিল। শীলা চমকিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত সকালে যে?" রমা শীলার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখটী লুকাইয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ চাইতে এলেছি!"

শীলা একটু থমকিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি চির-সুখী হও।

রমা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চক্ষু-দুইটি অশ্রুপূর্ণ। সে বলিল, "তুমি যাঁকে ভাল বাস্‌তে পার নি, আমি তাঁকে প্রথম দেখা থেকেই ভালবেসেছি। কখনো তাঁর ভাল-বাসার আশা করি নি, তবু দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁর ভালবাসা পেয়েছি? তিনি কাল সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী গিয়ে দিদিমার কাছ থেকে আমায় চেয়েছিলেন। দিদিমা খুব আনন্দিত হয়েই মত দিয়েছেন। আমিও মত না দিয়ে থাক্‌তে পারলুম না। তবে তিনি একবার তোমায় ভাল বেসেছিলেন, আমি কি তাঁর উপযুক্ত হতে পার্ব্বো?"

শীলা হর্ষোৎফুল্ল বদনে হাসিয়া বলিল,

রমা, আজ তোমার কথায় যে কি সুখ হ'ল, তা আর কি বল্‌বো! সুব্রত যে তোমায় ভাল বেসেছেন, এটা যে আমার কি সুখের কথা—! তোমরা দু'জনে দু'জনকার ভালবাসায় সুখী হও, ঈশ্বরের কাছে এই আমার অন্তরের প্রার্থনা! আমায় মনের ভার আজ বড় নেমে গেল। তোমায় ভাই, কে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে?"

রমা। তাই আজ প্রথমেই তোমার কাছে এসেছি।

শীলা। এস, আমরা দু'জনে একবার সেই অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে মনের কৃতজ্ঞতা জানাই।—শীলা গাহিল—

"আজ্‌কে মোরা তোমার চরণ
নমি বার বার,
কোন্ স্বরগ হতে আজি
বহে সুধার ধার!
কোন্ গগনে হাস্‌ছে শশী
এমন সুধা-হাসি!
কোন্ বনেতে ফুট্‌ছে এমন
মধু-ফুলের রাশি!
কোন্ রাজার রাজ্যে মোরা
কর্‌ছি সুখে বাস,
কোন্ মন্ত্রে এমন তিনি
পুরাণ অভিলাষ!
সেই চরণে ভক্তি ভরে
নমি বার বার!
যিনি সেই রাজার রাজা মহারাজা
দেবতা আমার!

সঙ্গীতান্তে শীলা বলিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা চির-সুখী হও।"

এই সময় সুপ্রকাশ গীতাদি শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া আনন্দপূর্ণ বদনে বলিলেন, "তোমাদের কি হচ্ছে? এত গানের ঘটা কেন?"

শীলা। রমার সঙ্গে সুব্রতর বিয়ের ঠিক্ হয়ে গেছে।

আনন্দ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া রক্তিম অধর-প্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া রমা দ্রুত-পদে সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল ভাল; সব ভাল যার শেষ ভাল।"

(সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পুণ্য।

(১)

দীন যে আমি বড়ই হেয়, বঙ্গগৃহের বাল-বিধবা,
আমার মত অভাগী এ জগৎ-মাঝে আছে কেবা?
সংসারেরি আবর্জ্জনা, কারো চোখে আমিই দেবী,
গৃহের ম... ভস্ম-সম আমি যে কি না পাই ভাবি!

(২)

সবাই বলে জগৎ-মাঝে ত্যক্ত যখন তুই লো আজ,
তীর্থে পুণ্য সঞ্চিত কর্, সংসারে তোর কিসের কাজ
সতীর মহাতীর্থে যেবা বঞ্চিত হয় এই অকালে,
তীর্থ তাহার মিল্‌বে কোথা, আয়ুর প্রান্তে এই সকালে

(৩)

ত্যাগা দিদি, তোমরাও ত আমার মত ভাগ্যহীনা,
বল, কোথায় কত পুণ্য, কেমন ক'রে যাবে জানা ?
যাব কিগো বৃন্দাবনে যেথায় হরি গো-চারণে
ছড়িয়ে গেছেন্ পদরেণু, লয় শিরে যা ভক্তজনে ?

(৪)

কত পুণ্য বৈদ্যনাথে, বারাণসী-পুণ্যধামে ?
যেখানেতে রুদ্র রাজে, শৈব যথা মত্ত প্রেমে ?
প্রকাশ যেথা মাতৃমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা রূপে রামা,
বিলায় অন্ন ক্ষুধার্ত্তেরে আনন্দেতে আপ্‌নি শ্যামা ?

(৫)

গয়া কিম্বা প্রয়াগতীর্থ, কিম্বা পূত হরিদ্বারে,
যাব কিগো ত্রিবেণীতে পুণ্য-ভাগিরথীর তীরে ?
ব্রত, নিয়ম, গুরুর চরণ রয়্‌ছো মোরে কর্‌তে সেবা
তাতেই কি গো তরে যাবে অভাগী এ দীন-বিধবা ?

* * * * * * *

(৬)

হে গুরুদেব, কল্পতরু, আছে ত সব তোমার জানা,
ব্রত তীর্থ কিছুই ত গো করে নি এ ভাগ্যহীনা !
তবে গুরো, নিরুপায় কি হতভাগী বাল-বিধবা,
স্বামীর মৃত্যু-আজ্ঞা পালন নয় কি তাহা স্বামি-সেবা

(৭)

রোগীর গৃহে রোগের সেবা, পীড়িতকে শান্তি দে'য়া,
নয় কি তাহা ধর্ম্ম আমার, নয় কি তাহা তীর্থে যা'য়া
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, মাতৃহীনে অঙ্কে লওয়া,
সেগুলো কি ব্রত নহে, সে সব কি বৃথাই মায়া ?

(৮)

চাই না অন্য কর্ম্ম আমি, যদি ও-সব পুণ্য নয় ;
দুখীর দুখে দুঃখী হওয়া না'ই যদি গো ধর্ম্ম হয় !
পার্‌ব নাকো বধির হতে পীড়িতের সে আর্ত্তনাদে,
পার্‌ব নাকো থাক্‌তে আমি হাহাকারে অশ্রু রুধে।

(৯)

সবিস্ময়ে কহেন ফিরি তখন গুরু শিষ্যাপানে,
'তোরাই ত মা অন্নপূর্ণা তৃপ্ত যারা অন্নদানে ;
রোগীর গৃহ তীর্থ যাহার, কিসের কাজ(মা)তীর্থে তাহা
সেই ত মহাপুণ্য লভে দুঃখ-মোচন লক্ষ্য যাহার।'

শ্রীপাঁচুগোপাল নন্দী

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

কেমন করে বেঁচে থাকি বলিবার পূর্ব্বে আমাদের শরীরের কথাটা একটু বলি। আমাদের শরীর ঠিক্ একটি ধোঁয়া কল (Steam Engine). কলে একটি চুলা আর একটি 'বয়্‌লার' (জল ফুটাইয়া বাষ্প করিবার পাত্র) থাকে ; চুলায় কাঠ বা কয়লা সর্ব্বদা দিতে হয়। বাষ্পের জোরে কল চলে। রেল-গাড়ীর কল, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং কলের (Engine) এনজিনে রেলগাড়ী চলে তাও জানেন। কিন্তু আমাদের শরীর যে একটি কল তা, বোধ হয়, অনেকেই জানেন না বা কখন সে বিষয়ে ভাবেন না।

আমাদের শরীর কলের গাড়ী বটে, কিন্তু এর কল বড় আশ্চর্য্য রকমের। এতে যে আগুন জ্বলে, তা থেকে শিখা উঠে না, ধোঁয়া হয় না ; বাষ্প হয় কিন্তু সে বাষ্প দেখা যায় না। চুলে জল দিলে যে রকম তাপ হয়, দেহের তাপ অনেকটা সেই রকম ; কিন্তু ঠিক সেই রকম

নয়। শরীরে আগুন দিনরাত জেলে রাখিতে হয়; নতুবা আমাদের শরীরের সকল কল বন্ধ হয়ে যায়, আর আমরা মারা যাই। কঠিন রোগের সময় ডাক্তার শরীরের তাপ সর্ব্বদা পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাপ রক্ষা করিবার জন্য অনেক যত্ন করেন ও অনেক ওষুধ দেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টায় যদি কোন উপকার না হয়, তা হলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, রোগী আর বাঁচিবে না। শরীরের আগুন রক্ষা করিবার জন্য কি-রূপ কয়লার প্রয়োজন, সেগুলি কেমন করে সংগ্রহ করিতে হয়, আর কিরূপে ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর রক্ষা পায় ও আমাদের সুখ-স্বাস্থ্য স্থায়ী হয়, তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! দয়াময় ঈশ্বর আমাদের শরীর কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিলে, কে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

"সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিরাম,
ভাবিলে তাঁহার দয়ার বিধান,
উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।"

২

বায়ু, জল, তাপ ও খাদ্য বাঁচিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান। আমরা আহার না করিয়া, পান না করিয়া দুই-একদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু-সেবন না করিয়া অতি অল্প সময়ও বাঁচিতে পারি না। এক মিনিট যদি আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি, আমাদের কত কষ্ট হয়! তাতেই জানিতে পারি যে, বাতাস আমাদের দেহের পক্ষে কত আবশ্যক। বাতাসের অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া করুণাময় বিধাতা তাহার প্রচুর আয়োজন রাখিয়াছেন। বাতাস ব্যতীত আমরা ক্ষণকাল বাঁচিতে পারি না; সেইজন্য বাতাস সর্ব্বদা সকল স্থানে পাওয়া যায়। আমরা বায়ু-সমুদ্রে বাস করি; আমাদের চারি দিকে বাতাস! যাকে আমরা আকাশ বলি সেটি বায়ু-মণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল আংটীর মত আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। ঊর্দ্ধে প্রায় ২৫ মাইল (১২॥ ক্রোশ) পর্য্যন্ত বায়ু আছে। বায়ুতে দুইটী পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে আছে; এক ভাগ (oxygen) অক্সিজেন বা অম্লজান আর চারি ভাগ (Nitrogen) নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান। বাতাস কখনো স্থির থাকে না এবং কখন একভাবে থাকে না। ইহার বেগ কখন অধিক, কখন অল্প। বেগের বাতাসের নাম ঝড়! সকল স্থানে এবং আমাদের দেহের মধ্যেও বাতাস আছে। বাতাসের অক্সিজেন ব্যতীত কোন দহন-কার্য্য হয় না; সুতরাং, বাতাস ব্যতীত আমাদের শরীরের আগুন জ্বলে না, নিঃশ্বাস পড়ে না এবং আমরা মারা যাই। আমাদের শরীরে যখন অধিক তাপ হয়, বাতাস তাপ কমাইয়া দেয়। সূর্য্যতাপে জমি যখন বড় তাতিয়া যায়, বাতাস সেই তাপ আকাশের উপর লইয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোক বাঁচিত না। গরম বাতাস কেমন করে উপরে উঠে এবং উপরের শীতল বাতাস নীচেতে নামে, তাহার কৌশল জানিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। গ্রীষ্মকালে শীতল বাতাসে বসিলে কেমন আরাম হয়। বাতাস আমাদের শরীরের তাপ উড়াইয়া দেয় বলিয়া এত আরাম বোধ হয়। আহা! দয়াময় ঈশ্বরের কতই করুণা, আমাদের সুখে রাখিবার জন্য তাঁহার কতই

বিধান, কতই যত্ন! এই সকল কথা জানিলে তাঁহাকে না ভালবাসিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে!

আকাশের কথা আর একটু বলি। আকাশ বায়ু-সমুদ্র। যেমন ভূমির সমুদ্রে নদনদী এবং নানাপ্রকার জল-স্রোতের ধোয়াট্ এবং নানাপ্রকার পচা দ্রব্য পড়ে' পরিষ্কার হয়, তেমনি আকাশ-সমুদ্রে পৃথিবীর নানাপ্রকার অনিষ্টকর ধোঁয়া, পচা দ্রব্যের পরমাণু, জীবের নিঃশ্বাসের বিষ প্রভৃতি পড়ে' পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বে বলেছি, আকাশ বায়ুতে পূর্ণ। এই বায়ুর চাপ বা ভার আছে। বর্গ এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় সাড়ে সাত সের ভার পড়ে। ভেবে দেখ, আমাদের প্রতিজনের উপর কত ভার আছে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরের বাতাসের এমনই শক্তি যে সেই ভার বহন করে আমরা ভার বুঝিতে পারি না।

আকাশে তাপ আছে; দেশ-কাল-ভেদে তাপের পরিমাণ কম-বেশী হয়। কিন্তু আমাদের দৈহিক তাপ সর্ব্বদা এবং সকল দেশে ৯৮·৬ ডিগ্রী থাকে। 'থারমোমিটার' বা তাপ-যন্ত্র-দ্বারা আমরা তাহা জানিতে পারি। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, আমরা কখন তাপে পুড়ে যেতাম, কখন বা শীতে জমে যেতাম। ধন্য ধন্য দয়াময় ঈশ্বর! তাঁহার কি সৃষ্টি-কৌশল!

আকাশে Humidity বা আর্দ্রতা আছে। যে বাতাস যত তপ্ত সে বাতাসে ততই আর্দ্রতা থাকে। যখন বাতাস আর্দ্রতায় পূর্ণ হয় তখন তাহাকে saturated বা তর হয়ে যাওয়া বায়ু বলে। আর্দ্রতার পরিমাণও দেশ-কাল-ভেদে কম-বেশী হয়। আকাশে বহুদূর পর্য্যন্ত খুব মিহি ধূলা থাকে, আকাশের সুন্দর নীলিমা এই ধূলী-রেণুরই বর্ণ। ভারতবর্ষে কোন কোন দেশে ধূলার বৃষ্টি হয়, তাহাতে আকাশ পরিষ্কার হয়। সে-সকল দেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না।

সূর্য্যের তাপ এবং সমুদ্রের জল আকাশে নানা খেলা খেলিতেছে। সূর্য্য সমুদ্র হইতে জল উঠাইয়া পৃথিবীকে দেয়, পৃথিবী আবার প্রয়োজনীয় জল আপনার মধ্যে রাখিয়া, বাকী জল আকাশ ও সমুদ্রে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপ আদান-প্রদান সর্ব্বদা চলিতেছে; তাহারই ফলে আমরা এত সুখ-স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছি।

"সুখ সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ! তব;
গ্রহ-তারকা-মণ্ডিত নীল নভঃ,
ধনধান্য-ভরা রমণীয় ধরা;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি;
সকলে পুলকে সম-তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে!"

৪

বাতাসে আমাদের কি উপকার করে? বাতাস প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে। (১) শরীরের অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে; (২য়) রক্ত পরিষ্কার করে; (৩য়) খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করাইয়া শরীর রক্ষা এবং পুষ্ট করে। যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না, নানাপ্রকার কষ্ট ও রোগ ভোগ করিয়া আধ মরা হইয়া থাকি এবং অকালে মরিয়া যাই। নগরে অধিক মৃত্যুর সংখ্যা এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ পরিষ্কার বাতাসের অভাব। গ্রাম সহর অপেক্ষা ফাঁকা, সেখানে লোকের বাড়ীর

চারিদিকে অনেকটা খোলা জায়গা থাকে, সেজন্য বাতাস অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও মুক্ত। গ্রামবাসী নানাকারণে অনেকটা সময় বাহিরে কাটায়। ভদ্রলোকের মেয়েরাও স্নান এবং অন্য কারণে বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়; সেজন্য সহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসী সুস্থ ও সবল।

অপরিষ্কার বাতাস কত প্রকার আমাদের অনিষ্ট করে, তা ক্রমে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদের বাসগৃহ, বাসস্থান, বিদ্যালয়, কার্য্যস্থান ইত্যাদিতে বাতাস কিরূপে অপরিষ্কার হইয়া নানা অনিষ্ট সাধন করে, তাহা বলি। সকলেই জানেন যে যদি আমাদের শোবার ঘরে খোলা বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকে এবং ঘুমাইবার সময় সেই ঘরের জানালা দরজা সকল যদি বন্ধ করিয়া রাখি, তবে দুর্গন্ধ হয়। তাহা ঘরের ভিতর থেকে তত বুঝা যায় না; কিন্তু একবার বাহিরে এসে ঘরে যাইলেই তখন বেশ বুঝিতে পারি। বাতাস যে কেবল দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহা নয়, ইহা দূষিত হয়। ইহার কারণ কি?

আমাদের খাদ্য-দ্রব্য যখন জীর্ণ হয়, তখন তাহা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়, এইগুলি দুর্গন্ধের কারণ, আর বিষাক্ত হ'বার কারণ (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের শরীরে দিনরাত আগুন জ্বলিতেছে। এই আগুন দুইটি কাজ করে: বাতাস হইতে (Oxyen) অম্লজান টানিয়া লয় এবং (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল ছাড়িয়া দেয়। আমাদের নিঃশ্বাসে Carbonic Acid Gas আছে। এই Gasএ এক ভাগ কয়লা আর দুই ভাগ Oxygen থাকে। আর আমাদের শরীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় তাহাতে দেহের ভিতরকার ময়লা ও এক প্রকার তেল বাহির হয়, এই সকল হইতে মন্দ গন্ধ বাহির হয়। দূষিত বাতাসে আমাদের অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটে; রক্ত পরিষ্কার হয় না, খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, এবং নানা প্রকার রোগযুক্ত হই এবং এই সকল রোগ শীঘ্র অতি-কঠিন হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত আনিতে পারে। এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, পরিষ্কার বাতাস আমাদের কত উপকারী এবং অপরিষ্কার বাতাস কত অপকারী! বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা সকলেরই উচিত। সহরের পার্ক (Park—বেড়াইবার স্থান), বড় রাস্তা বা ছাদের উপর নিয়মিতরূপে সকলেরই যোগান উচিত; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের। তাঁহারাই মানব-জীবনের প্রস্রবণ-স্বরূপ। সুস্থ মাতার তো সুস্থ সন্তান হয়। রোগা ছেলে-মেয়ে তাহাদের পিতামাতার এবং সমস্ত জন-সমাজের নানা দুঃখের কারণ। যতদিন আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানিব, এবং জানিয়া সুস্থ থাকিতে চেষ্টা না করিব, ততদিন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। শারীরিক বলই সকল উন্নতির মূল।

কিরূপে বাতাস পরিষ্কার হয় তা একটু বলি। ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখিবার জন্য যথেষ্ট জানালা দরজা ঘরে থাকিবে এবং বাড়ীর ধারে ধারে একটু একটু ফাঁক থাকিবে। ঘরের দুই দিকেই বারাণ্ডা রাখিলে ভাল হয়। বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা খোলা জায়গা রাখিবেন, তাহাতে দুই চারিটা গাছ থাকিবে।

সকলেই জানেন যে, গাছ বাতাস পরিষ্কার করে এবং তাপ কম করে। ঘরে বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চাই। কোটা-ঘরে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় সমস্ত জানালা খোলা রাখিলে, আমাদের মত গরম দেশে কিছু অনিষ্ট হয় না। আর শীতকালেও একদিকের কজ্জু কজ্জু জানালা খোলা রাখিতে পারা যায়, কিন্তু গায়ে বাতাসের স্রোত লাগিবে না এবং বেশ করে ঢাকা থাকিবে।

এইরূপ করিলে শরীরের শীত সহিবার শক্তি-বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা সুস্থ ও সবল হই। খড়ের এবং খোলার ঘরের চালার পরল থাকাতে বাতাস যাতায়াতের বেশ পথ আছে। শীতপ্রধান-দেশে (ventilation) বাতাসের যাতায়াত সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা আছে; সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে কড়ির ধারে ফাঁক ও চালের পরল-সকল আমাদের দেশেও রাখিতে পারা যায়। বাসস্থান, গ্রাম এবং সহরের বাতাস পরিষ্কার না থাকিলে ঘরের বাতাস কিরূপে পরিষ্কার থাকিবে? বাসভবন পরিষ্কার রাখা গৃহস্থের কাজ।

গ্রাম এবং সহর পরিষ্কার রাখা মিউনিসিপ্যালিটির সভার হাতে। এই সভার সভ্যগণকে City-fathers বলে, অর্থাৎ নগরের পিতৃগণ। তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে সত্য সত্য তাঁহারা এই নামের উপযুক্ত। তাঁহাদের হাতে নগর ও গ্রাম-বাসীর সুখ ও স্বাস্থ্য ও জীবন, বলিলে পারা যায়। বাসভবনের বাহিরের জঞ্জাল ও পূতিগন্ধময় দ্রব্য-সকল যে কেবল ঘরের বাতাস দূষিত করে তাহা নয়, আমাদের দেহের, বিছানা, কাপড়, ও জিনিষ পত্রের ময়লাও বাতাস মন্দ করে। যাহা কিছু প্রতিদিন কাচিয়া রৌদ্রে দেওয়া যায় তাহা রৌদ্রে দিবে; রৌদ্রের অভাবে আগুনে সেঁকিবে। আর লেপ বালিস ইত্যাদি রৌদ্রে দিবে। এরূপ করিতে গৃহস্থের কিছু কষ্ট হবে, কিন্তু রোগ ভুগিবার কষ্ট হইতে এ কষ্ট বেশী নয়। বাড়ীর নর্দ্দমা ভাল করে ধুইবে এবং তাতে চূণের জল দিবে। টাট্‌কা চূণের জল অতি উৎকৃষ্ট এবং সুলভ বিশোধক। মোটের উপর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীরাজমোহন বসু।

শিশুরোগ।

আমাদিগের দেশে দম্পতীর সন্তান না হইলে ত সংসারে সুখই নাই, কিন্তু সন্তান হইলেও তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহাদের সুখের আশা নাই। ইহাকালে বার্দ্ধক্যের সম্বল, পরকালের সদ্গতির প্রার্থয়িতা, দেশের ও দশের আশা-ভরসার স্থল আমাদিগের শিশু-সন্তানদিগকে লালন-পালন করিতে হইলে, দুর্নীতির কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে সুনীতির বীজ-বপনে গভীর মনোযোগ প্রদান করা যদ্রূপ প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের শারীরিক সুস্থতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবারও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে। কখনও কখনও

হিতকর বস্তু হইতেও অহিতকর অনুষ্ঠান সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছি "আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্। মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥"—ইহা অতিশয় যথার্থ কথা। মাতা-পিতার অত্যধিক আদরে বা তাঁহাদিগের অমনোযোগিতা-হেতু আপনাদিগের সামান্য সামান্য অবৈধাচরণের সংশোধনের অভাবে যদ্রূপ সন্তানগণ দুর্নীতির গ্রাসে চিরদিনের জন্য পতিত হয়, সামান্য সামান্য শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ত্রুটীতে, সামান্য সামান্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টির অভাবেও তদ্রূপ কত যে সাংঘাতিক দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদিগের শিশুদেহে উৎপন্ন হইয়া তাহা-দিগকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা বলিবার নয়! আমাদিগের দেশে অনেকে সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি কত জন্তু পালন করিয়া থাকেন, অজ্ঞান শিশুসন্তানগণও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে, পৃষ্ঠে, মস্তকে বহন করিয়া থাকে; কিন্তু, এই সকল জন্তুদিগের দেহ হইতে যে কি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি-সকল শিশুদেহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা, বোধ হয়, অনেক জনক-জননীই জ্ঞাত নহেন। এমন কি, গোমাতৃকার দুগ্ধ উত্তমরূপে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া না লইলেও তাহা হইতে বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। এক একটী শিশুব্যাধি যে কি ভয়াবহ ও দুরারোগ্য, অদ্য তাহার একটী, বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

১। ডিপ্‌থিরিয়া (বা শোতঝিল্লির উৎপত্তির সহিত কষ্টদায়ক গলক্ষত)

এই ব্যাধি বৃদ্ধ ও যুবা অপেক্ষা শিশু-দিগকেই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইলেও একবৎসরবয়স্ক শিশু-দিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত বিরল। দুইবৎসর-বয়স্ক বালক হইতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকদিগের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। ক্লেব্‌লোফ্‌লার-নামক জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বহু-পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কার করেন যে, ডাম্বেলের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (●——●) চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য একপ্রকার অতিক্ষুদ্র কীট এই ব্যাধির উৎপাদয়িতা। এই ব্যাধি-পীড়িত কোনও শিশুর গলদেশ হইতে এই কীট গ্রহণ করিয়া 'মাইক্রোস্‌কোপ্' বা অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, ইহারা বহুসংখ্যক। সাধারণতঃ ইহারা দলবদ্ধ হইয়াই থাকে। এই কীট মানবদেহে কোথা হইতে আসে তাহা দেখা যাউক।

বিড়াল গরু প্রভৃতি পশুদিগের শরীরে এই ব্যাধিকীট উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদিও গবাদি পশু মনুষ্যের ন্যায় সমভাবে ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। গৃহপালিত ব্যাধিগ্রস্ত মার্জ্জারাদির সহবাসে, অনুত্তপ্ত গোদুগ্ধ-পানে এই ক্ষুদ্র কীট মানবদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবর্জ্জনাময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও এই রোগ হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও, হাম, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সহিত এই ব্যাধিও সহগামী হইয়া থাকে।

এই রোগের কীট শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর, দুই হইতে আট দিনের মধ্যে শরীরে রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সে লক্ষণগুলি বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, শিশুটী কয়েকদিন তাহার খেলাধূলা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অন্যমনস্কভাবে সময় যাপন করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুও সামান্য ফুলিয়া উঠে এবং চক্ষুর বর্ণ কিঞ্চিৎ আবিল-ভাব ধারণ করে। ইহার পরই শিশুদেহে জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রায় ১০১° হয়। এই সময় শিশুর গলার অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা অত্যন্ত রক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর টন্‌সিলের বা আল্‌জিবের দুই দিক্ হইতে বস্ত্রের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম এক প্রকার শুভ্র চর্ম্ম বা ঝিল্লি বহির্গত হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ যখন সম্পূর্ণভাবে বহির্গত হয়, তখনই শিশুর প্রাণসংশয় ঘটে। ইতোমধ্যে শিশুর মূত্রের সহিত ক্ষার নির্গত হয় ও তাহার জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই ভীষণ রোগে সচরাচর তিন প্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রক্ত দূষিত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিপর্য্যয়-হেতু উহার ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; এবং তৃতীয়তঃ, গলজ শ্বেতঝিল্লি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, গলার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, প্রাণবায়ু নির্গত হইতে পারে। এই তিনটী কারণের মধ্যে শেষোক্ত কারণেই, অর্থাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অনেক মৃত্যু সংঘটিত হয়।

কোনও বিশেষ ঔষধ সেবনের দ্বারা এই ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে Injection বা সূচের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম (পিচ্‌কারী) যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশী ও ত্বকের নিম্নে ঔষধপ্রয়োগ-দ্বারা হইয়া থাকে। এই Injection (ইন্‌জেক্‌শন বা পিচকারী দেওয়াকে) Anti-diptheritic Serum-Injection বলে। কারণ, ইহার ফলে দেহ-মধ্যে একপ্রকার antitoxin বা বিষঘ্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা এই ডিপ্‌থিরিয়ার ক্ষুদ্রকীট-সকল মরিয়া যায় ও রোগের বিষ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু Injectionএর ফল ফলিবার পূর্ব্বেই অনেক সময় উক্ত শ্বেতঝিল্লির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বার রুদ্ধ হওয়ায়, শিশু নিঃশ্বাস-গ্রহণাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে।

এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে, Injection দিবার পূর্ব্বে শিশুর কণ্ঠের বহির্ভাগে একটী ছিদ্র করা হয় এবং সেই ছিদ্রের মুখ হইতে শ্বাসনলী পর্য্যন্ত একপ্রকার বক্র রৌপ্যনল (silver tube) সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের বায়ু একেবারে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হওয়ায়, বায়ুকষ্টে শিশুর প্রাণত্যাগ হয় না। যখন এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতে বালককে মুক্তি প্রদান করা যায়, তখন, যতদিন পর্য্যন্ত না সে সুস্থ হইতে থাকে এবং তাহার গলার শ্বেতঝিল্লি মিলাইয়া যায়, ততদিন, প্রতিদিবস বা একদিবস অন্তর তাহাকে Injection দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার গলছিদ্র বুজাইবার জন্য রৌপ্যনল

পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থানে (Rubber tube) বা রবারের নল দেওয়া হয় এবং পরে তাহাও উঠাইয়া লওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে গলার ছিদ্রটী বুজিয়া যাইলে শিশু কথা বলিতে সমর্থ হয়।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরও শিশু সম্পূর্ণরূপে সুস্থশরীর প্রাপ্ত হয় না। কারণ, অনেক সময়, তাহার চলিবার ও বলিবার ক্ষমতার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। ইহাকেই ডিপ্‌থিরিয়া-পক্ষাঘাত কহে। এই সময় বালকের কণ্ঠস্বর বিভিন্ন প্রকার হইয়া যায় এবং এই পক্ষাঘাত বৃদ্ধি পাইলে, ইহা সময় সময় শিশুর চক্ষুতারকায় বিকৃতি আনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাকে ট্যারা করিয়া দেয়। এই সকল লক্ষণ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ৬ হইতে ৭ সপ্তাহের মধ্যেই ইহা দূরীভূত হয়।

এই রোগপ্রপীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অতিসাবধানে রাখা আবশ্যক; এবং গৃহের অন্যান্য শিশুরা যাহাতে তাহার নিকট গমন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হিতকর। গৃহপালিত কুকুর বিড়াল বা গাভীদিগকেও দূরস্থ করা মঙ্গলজনক। ডিপ্‌থিরিয়া-পীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অন্ততঃ ৬ মাস বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নহে। কারণ এই শিশুর রোগ বিদ্যালয়ের অন্যান্য দুর্ব্বল শিশুদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বামুনদিদি উঠিয়া যাইলে, সুশীলের মনে হইল, সমস্ত ঘরখানার জমাটবাঁধা বাতাসের বুকের উপর হইতে যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল; মৌনগাম্ভীর্য্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে এতক্ষণ মনে মনে বিলক্ষণ অসহিষ্ণুতা ভোগ করিতেছিল। লৌকিক শিষ্টাচারের খাতিরে তাহার দিদি সকল রকম মানুষের সংসর্গ-দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু সে এ-সব সহ্য করিতে পারে না। এই উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য বাহিরের আঁদাড়-পাঁদাড় দিয়া কোথাও একচক্র ঘুরিয়া আসিবার জন্য তাহার মনটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্তই ছটফট করিতেছিল। এইবার হাঁপ ছাড়িয়া ডাক্তার-পত্নীর মুখপানে কৌতূহলী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে বলিল, "উনি আপ্‌নাদের বামুনদিদি হ'ন্?"

বিষাদ-ম্লান অধরে একটু হাসি ফুটাইয়া ডাক্তার-পত্নী একটু জোরের সহিত সহজভাবে বলিলেন, "উনি আমাদের স্বজাতি; গ্রাম-সুবাদে ননদ হন্; অনেক দিন থেকে আমার শাশুড়ীর কাছে আছেন। তাঁর রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম সব উনি করেন। সেই জন্যে আমরা বামুনদিদি বলি,—পুরোণো লোক, সেই জন্যে...।" প্রকাশোদ্যত তথ্যটি ত্রস্তে রসনার মধ্যে আটকাইয়া, সহসা ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন,

আপ্‌নার্‌ ত বেশী সময় নেই ?" এই বলিয়া তিনি নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে নমিতা বলিল, "খাবারগুলা নষ্ট কর্‌তে এনেছেন ? এ সময় আমি শুধু চা ছাড়া—"

ব্যগ্রভাবে নমিতার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া, মিনতি-করুণ কণ্ঠে ডাক্তার-স্ত্রী বলিলেন, "সে জানি, কিন্তু আমি ত এ সৌভাগ্য আর কখনো পাব না ;—আপনাকে মিষ্ট-মুখ করাবার—!"

বাধা দিয়া সলজ্জহাস্যে নমিতা বলিল, "মিষ্ট ত মুখে যথেষ্টই পেয়েছি। সে তৃপ্তির পর পাকস্থলীর উপর এই গুরুভার চাপান বড়ই অবিচার হবে—!"

মাথা নাড়িয়া হাস্য-মুখে তিনি বলিলেন, "স্নেহের অনুরোধে অনেক অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হয়। দোহাই আপ্‌নার, অনর্থক সময় নষ্ট কর্‌বেন না, আসুন !"

নমিতা বলিল, "কিন্তু এই রেকাবীখানা সরিয়ে রাখুন। ঐ রেকাবীতে যা খাবার আছে, তাই আমাদের দু'জনের পক্ষে—"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তস্বরে বলিল, "দু'জনের পক্ষেই মহাত্মক ব্যাপার ! কি বল দিদি ?—না দিদিমণি, আপ্‌নি এ রেকাবীখানা সরিয়ে ফেলুন। অত্যাচার একটুখানিই ভাল ; বেশী হ'লেই ভয়ানক হবে !"

শৈশবের সরলতা-মাখান কচি মুখখানি নাড়িয়া, সুশীল এমনি বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে নিজের যুক্তিযুক্ত মন্তব্যটি ব্যক্ত করিল যে, নমিতা ও ডাক্তারবাবুর পত্নী উভয়ের কেহই হাসি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। সুশীলকে পাশে বসাইয়া স্নেহ-স্মিত বদনে ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যা ভাল লাগে তাই খাও ; আমি জেদ্‌ কোর্ব্বো না, ভাই !"

আহার চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে উভয়ের আহার দেখিতে লাগিলেন। খাদ্যখানা একহাতে ধরিয়া সুবিধামতরূপে আয়ত্ত করিবার পক্ষে সুশীল একটু গোলে পড়িয়াছে, দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি খাইয়ে দেবো, ভাই ?" সুশীল তৎক্ষণাৎ বলিল, "দিন্‌, দিন্‌—।"

প্রীত-কৃতার্থ বদনে তিনি হাত ধুইয়া সুশীলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিষণ্ণ-করুণ মুখশ্রীতে বিমল-সুন্দর মাতৃত্ব-করুণার স্নিগ্ধ কোমলতা যেন প্রসন্ন তৃপ্তিতে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিতে লাগিল। চা-পান করিতে করিতে নমিতা নীরব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের গোপন দ্বৈধ-সঙ্কোচ সমস্ত যেন লজ্জায় অনুতপ্ত-ম্লান হইয়া উঠিল ; তাহার মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল ;—সে অকপট বিশ্বাসে এই নারীর সহিত নিজের তুচ্ছ পরিচয়টা সরল অন্তরঙ্গতায়, অকুণ্ঠিত সৌহৃদ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। যিনি এমনভাবে অযাচিত সহৃদয়তায় এতখানি স্নেহ-সরলতায় নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিতকে সাগ্রহে নিকটে টানিতে চাহেন, তাঁহার কাছে কি আর কুণ্ঠা টিকিতে পারে ?

নমিতা নিঃশব্দে ছিল। ডাক্তার-পত্নী সুশীলকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে এ-ও-সে কথা পাড়িলেন। সে কথাগুলা নিতান্তই ছেলেভুলান কথা,—অথচ সেই অনাবশ্যক কথাগুলার

মধ্যেও তাঁহার নিজের বেশ একটু আগ্রহ-উন্মুখতা প্রকাশিত হইতেছিল। যেন এই তুচ্ছ কথাগুলার মাঝে তিনি সত্য সত্যই তৃপ্তি পাইতেছেন, এইরূপ বোধ হইল। কথা কহিতে কহিতে তিনি এক সময় সহসা গভীর স্নেহে সুশীলের ললাট চুম্বন করিয়া আবেগ-ভরে বলিলেন, "আজ থেকে তুমি আমার আদরের ছোট ভাই হলে, কি বল?"

সুশীল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "আপ্‌নাকেও আমার ভারি ভাল লেগেছে—!"

নমিতা স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তবেই হয়েছে! এবার এ 'ভাল লাগার' ঝকি পোয়াতে আপ্‌নাকে দেশছাড়া হতে হবে!"

সুশীল অপ্রতিভভাবে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না না, ছোট্‌দিকে জ্বালাতন করি বলে, ওঁর কাছে দুষ্টুমি কোর্‌ব না।—"

বাধা দিয়া তিনি হাসিমুখে বলিলেন, "কেন কর্‌বে না? নিশ্চয় করবে। না হলে, আমি তোমায় ছোট ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌ব কেন?"

বিস্ময়ভরা বড় বড় চোখ-দুইটা তুলিয়া সুশীল সংশয়ান্বিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, সত্যি, ছোটভাই হলে জ্বালাতন কর্‌তে হয়?"

প্রাণখোলা-আনন্দে উচ্চ কৌতুক-হাস্য হাসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "দেখুন দেখি, কি চমৎকার সরলতা! ছেলেদের স্বভাবের এইটুকু আমার বড় মিষ্টি লাগে! কিন্তু আমাদের ঘরে সাধারণতঃ ছেলেদের স্বভাবের সরলতা, শিক্ষার দোষে এমনি অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় পেকে উঠে যে, তাদের ব্যাঙ্গামির জ্বালায় তাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!"

তাঁহার হাসিমাখা মুখের উপর একটা ক্ষুণ্ণ ম্লান ভাব ছড়াইয়া পড়িল। এ আক্ষেপ নমিতার প্রাণকেও স্পর্শ করিল। অন্য সময় হইলে সে এ-বিষয়ে নিজের প্রচ্ছন্ন মনোভাব নিশ্চয়ই চাপিয়া যাইত; কিন্তু আজ তাহা পারিল না। দ্বিধা ও ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া সে সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ছোটছেলেদের কথা আপ্‌নি কি বল্‌ছেন? তারা অজ্ঞানভাবে অন্যের স্বভাব অনুকরণ করে। তাদের দোষ কি? কিন্তু, যাদের একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে যারা একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের ব্যাঙ্গামির ভয়ঙ্কর বহর দেখ্‌লে যথার্থই ভয় খেতে হয়! বুদ্ধিমান্ ছেলে দেখ্‌লে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়, ছোটভাইএর মত তাদের ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। সেইজন্য স্কুল-কলেজের অল্পবয়স্ক ছেলেদের কাছে পেলে, দরকার না থাকলেও আমি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের নেড়ে চেড়ে দেখি। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের ঘা খেয়ে ঠকে ফিরেছি। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যে কি-রকম ভাবে শিক্ষার সদ্ব্যবহার কর্‌বে, আমি শুধু তাই ভাবি! কথায় কথায় তর্ক, পদে পদে বাক্‌চাতুরী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাত-পা নেড়ে অভদ্র কর্কশ চীৎকারে খালি আত্মগৌরব প্রচারের ব্যস্ততা! দেখ্‌লে ঘৃণায় মন উত্যক্ত হয়ে উঠে।—বেশী নয়, এই সে-দিন কার্য্যগতিকে সহরের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারে

আসায় যেতে হয়েছিল। সেখানে বিদ্যা-সাধ্যির খুব সুখ্যাতি-ওয়ালা একটি 'ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের' ছেলেকে দেখ্‌লুম; ছেলেটি, আরে বাপ্‌, ওঃ—!" হঠাৎ নমিতা হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"নাঃ, সে কথা থাক্‌!"

ডাক্তারপত্নী এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যেন নমিতার কথাগুলা গ্রাস করিতেছিলেন; সহসা থপ্‌ করিয়া নমিতা মাঝখানে থামিয়া যাওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বলিলেন, "না, না, বলুন্‌ বলুন্‌, তারপর?"

সলজ্জভাবে হাসিয়া নমিতা বলিল,"ব্যক্তি-বিশেষের দোষ উল্লেখ করে ব্যক্তিগত-ভাবে আলোচনা করা কুৎসা-চর্চ্চার নামান্তর; সেটা কি অনুচিত নয়? তা ছাড়া, সে ছেলে-টির অসংযত আত্মম্ভরিতার জন্য আমি নিজেই দোষী। তার পড়াশুনার প্রশংসায় খুসী হয়ে আমি তাকে আদর করে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেই বোকামি করেছিলাম। যাক্‌, তার প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি, তা আমার মনেই থাক্‌; আপনাকে সেটা শুনিয়ে সরলতার অনুরোধে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বাস-ঘাতক হব না। মোটের মাথায়, এই বল্‌তে পারি যে, আমাদের ভ্রাতা বা সন্তানরা যেন সে-রকম নির্দ্দয় উচ্ছৃঙ্খলতায়, বুদ্ধির অপব্যবহার আর সময়ের অসদ্ব্যবহার না করে, এইটুকু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শিখেছি।"

তিনি মনোযোগের সহিত নমিতার কথা-গুলি শুনিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেবর নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে আপ্‌নার আলাপ-পরিচয় আছে?"

দেবরের নামে সহসা দেবরের দাদার পরিচয়টাই তীব্রতর-ভাবে নমিতার মনের উপর চমক হানিয়া গেল;—তাহার চিত্তের স্বচ্ছন্দতা ধাক্কা খাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "চাক্ষুষ পরিচয়-মাত্র।"

নমিতার কুণ্ঠিত ভাবটুকু বোধ হয়, তিনি লক্ষ্য করিলেন; মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বচ্ছল-উৎসাহ-দীপ্ত আনন্দময় মুখখানার উপর একটা মৃদু সঙ্কোচের ম্লানিমা আবির্ভূত হইল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে আঁচলের ফুঁপির সূতা টানিয়া বাহির করিতে করিতে নতবদনে,—যেন আপন মনেই—বলিলেন, "ঠাকুর-পো ও-রকম শ্রেণীর ছেলে নন; ওঁর মা, আমার খুড়শাশুড়ী, সেকেলে মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন খুব উঁচু ছিল। ঠাকুর-পো মা'র স্বভাবের মজ্জাগত গুণটুকু পেয়েছেন। এমন উদার সরলতা, এমন অগাধ স্নেহশীলতা, আর এমন উন্নত-সুন্দর চরিত্র প্রায় দেখা যায় না—।" তিনি মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন; তারপর বক্ষের নিভৃত অংশ হইতে সহসা-সুপ্তোত্থিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে যদি কারুর হয় ত, যেন ঐ রকম ছেলে হয়!"

একটা তীব্র বিস্ময়ের সহিত নিগূঢ় বেদ-নার ধাক্কা ধ্বক্‌ করিয়া আসিয়া নমিতার বুকে বাজিল! মুহূর্ত্তে এই তরুণীর অন্তরাত্মার মূর্ত্তিটা যেন স্পষ্টোজ্জ্বলভাবে নমিতার চোখে ধরা পড়িল।—আহা, কি গভীর বিষাদবহ বিষণ্ণকরুণ দৃশ্য! সমবেদনায় নমিতার বুকের শিরা-উপশিরাগুলি টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিল; কিন্তু পাছে অসতর্কতা-বশে সে ভাবটা

প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া, সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রসন্ন-সন্তোষের স্নিগ্ধ রসে এ প্রসঙ্গের উপসংহারটা অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুণ; আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপ্‌নি ঐ রকম সন্তানের মাতা হন।"

পূর্ব্বের মতই একটু ম্লান হাসি নিঃশব্দে তাঁহার মুখে ফুটিয়া নীরবে মিলাইয়া গেল। সে হাসিতে লজ্জা কুণ্ঠা ছিল না, ছিল শুধু একটু অনুতপ্ত যন্ত্রণার ক্ষীণ আভাস! তিনি কথা কহিলেন না, স্তব্ধভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নমিতা নিজের হাসিতে নিজেই ব্যথিতা হইল।

ক্ষণপরে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তারপত্নী ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার আর বেশী দেরী নাই, নয়?"

"না—" বলিয়া নমিতা দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্তা বামুনদিদি দ্বারান্তরাল হইতে গলা বাড়াইয়া রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন সহ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া, কি যেন একটা অভাবনীয় রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন! তাঁহার দৃষ্টিতে অকারণে এমনই একটা ক্রূর-বিদ্রোহ-ভাব ফুটিয়াছে, যে নমিতাও তাহাতে অন্তরে বিরক্তি অনুভব করিতে বাধ্য হইল! গৃহাভ্যন্তরস্থ মানুষগুলির স্বচ্ছন্দ-বিশ্রাম্ভালাপ যে ঐ অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির পক্ষে অত্যন্তই অপ্রীতিকর ঠেকিয়াছে, তাহা বুঝিতে নমিতার বাকী রহিল না। সে তন্মুহূর্ত্তেই বিদায় লইবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল।

বামুনদিদি সরিয়া আসিয়া দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমিতার মুখের উপর নির্লজ্জ খর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা খিষ্টান?"

গম্ভীরভাবে নমিতা বলিল, "না, ব্রাহ্ম—।"

তাচ্ছীল্যের সহিত ঠোঁট বাঁকাইয়া, তীব্র-বিজ্ঞতা-কঠিন মুখে তিনি বলিলেন "ঐ, তা-হলেই হোল; ও সবই ত এক।"

নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, ডাক্তার-পত্নী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সবই এক বই-কি। থামুন না,—কেন বাজে তর্ক করবেন। সবই, এক নয়?"

কথাটা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক হইলেও নমিতা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যটা বুঝিল; ঈষৎ হাসিয়া নিরস্ত হইল। বামুনদিদি কিন্তু সেই মৃদু হাসির মধ্যে একটা উপেক্ষা-কঠোর পরাজয়-দৈন্য অনুভব করিয়া রুষ্ট ও অধীর হইয়া উঠিলেন; মধ্যবর্ত্তিনী ডাক্তার-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা অত হাসি-কাশি কিসের? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, তোমাদের মত ন্যাকা পড়া ত শিখি নি; আমরা অত শত বুঝি না.....।" তিনি 'ন্যাকা পড়া'-নামধেয় মহাপরাধের ব্যাপারটার উদ্দেশে আরও কতকগুলি বিদ্বেষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; এবং এখনকার কালের মেয়েরা ঐ 'ন্যাকা পড়ার' দোষে যে কি রকম ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধেও অনেকগুলি তীব্র মন্তব্য প্রকাশে ত্রুটি করিলেন না।

ডাক্তার-পত্নী ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। নমিতাও নির্ব্বাক রহিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বাহিরে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাকে মিশিতে

হয়, সেই সূত্রে পারিপার্শ্বিক সমাজের লোক-চরিত্রেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ ঘটিয়াছিল। সে জানিত, শিক্ষিতের মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট যখনই অশিক্ষিতের অমার্জ্জিত বুদ্ধি পরাহত হয়, তখনই সে মর্ম্মান্তিক আক্রোশে চটিয়া, মাথামুণ্ড ব্যাপার বাধাইয়া বসে। সুতরাং বামুন-দিদির কটু-কাটব্য তাহার নিকট বিশেষ কিছু অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু নির্ব্বিরোধ শান্তিতে গৃহতলচারিণী এই নিরীহ স্বল্পশিক্ষিতা নারীকেও যে ইহার জন্য গঞ্জনা-পীড়ন সহিতে হয়, ইহা তাহার ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার! বিশেষতঃ সামান্য পাচিকা যে, কি স্পর্দ্ধার জোরে প্রভু-পত্নীর উপর এমন অন্যায় প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে তাহার গোলমাল ঠেকিতেছিল! গৃহের মধ্যে গৃহিণীর—না হোক, 'গৃহবধূ' বলিয়াও যদি ধরা হয়, তবু পরিবারস্থ সকলের নিকট,—অন্ততঃ দাস-দাসীর নিকট তাহার ন্যায্য সম্মান বলিয়া একটা জিনিস আছে বৈ কি! কিন্তু সে এখানে এ কি দেখিতেছে! অনেক পরিবারে অনেক পুরাতন দাস-দাসীর অনেক রকম কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অসঙ্গত ঈর্ষা-শাসন আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না! মানুষের সহিষ্ণুতা যতই প্রশংসনীয় হোক, কিন্তু এমন 'অসহ্য' সহ্য-শক্তির জন্য ডাক্তার-পত্নীর উপর তাহার রাগও ধরিতেছিল, দুঃখও হইতেছিল! ছিঃ, নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া ইনি অন্যের অন্যায় স্পর্দ্ধাকে যে অসহনীয় রূপে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছেন, তাহা কি ইনি বুঝেন না? নমিতার ইচ্ছা হইল, সে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করে;—কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সে থামিয়া গেল; দেখিল সেই ঘৃণারক্ত মুখমণ্ডলে যে কঠিন-তেজস্বী দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বোধের নিরীহ অক্ষমতা নহে,—তাহা শক্তিশালী সুবোধের সুদৃঢ় আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার নিঃশব্দ-সাধনা! নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

অবাধে বাক্যস্রোত বহাইবার সুযোগ থাকার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, বামুন-দিদির ক্রোধের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; শেষের দিকে তাহা সত্য সত্যই ভীষণ হইয়া উঠিল। অসহ্য রোষে অগ্নিবর্ষী চক্ষু পাকাইয়া বিসদৃশ ভঙ্গীতে হাত-মুখ নাড়িয়া, বজ্র ঝঙ্কারে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার খুসি হয়, তুমি খিষ্টেন ম্যামের মত মুচি নিয়ে মুদ্দফরাস নিয়ে নেচে কুঁদে মাতামাতি কর, তাতে আমার কি? তবে গিন্নি আমায় রেখে গেছে, আমি বিধবা মানুষ যখন একপাশে রইচি,—তখন আমাকে সমীহ করে চল্‌তে হবে বৈ কি! না হলে, আমার ঘরে গেছে!—"তিনি কথার সহিত কার্য্যের ঐক্য"-তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে, বলিয়া ব্যায়াম-কৌশলীর মত ক্ষিপ্রবেগে দুই হাত সজোরে সম্মুখে ছুড়িয়া একযোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন।

নমিতার দৃষ্টি ঝুলিল! মন বিরক্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার কথার জন্য যত না হোক, কিন্তু কথা কহিবার অশিষ্ট ভঙ্গীর জন্য, তাহার চিত্ত জ্বলিয়া গেল। ইনি তাহার জাতি পরিচয় জানিবার জন্য কেন যে রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া এমন উৎকণ্ঠিতভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহা এইবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিল; এবং

নিজের পরিচয়টাও এবার স্পষ্ট করিয়া জানাইবার জন্য সে শক্ত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন, আমি নিজে মুচি মুদ্দফরাস কিম্বা তার চেয়েও অন্ত্যজ জাত স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু নেচে কুঁদে মাতামাতি কর্‌বার শিক্ষাটা বাপ-মা আমাকে শেখান নি; তাছাড়া, সে সময়ও আমার নেই। .....আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এসে আপনাদের বাড়ীঘর অশুচি কর্‌তে বাধ্য হয়েছি, শুধু.....।"

তিনি সে কৈফিয়ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। মুখ বাঁকাইয়া, ফাটা পায়ের গোড়ালী শক্ত জোরে মেঝের উপর ঠুকিয়া, গুম্ গুম্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

নমিতা হাসিয়া ফেলিল! মানুষের মূর্খতার উপর রাগ করিয়া রাগটা ত্রিশ অনুপলের বেশী সময় মনের মধ্যে স্থায়ী করিয়া রাখা, তাহার পক্ষে অনভ্যস্ত ব্যাপার!—তাহার কাল্পনিক অপরাধকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একজনের উপর অসঙ্গত আক্রমণ চলিতেছে দেখিয়াই, তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল মাত্র; —নচেৎ একজন কলহপ্রিয়া অমার্জ্জিত-বুদ্ধি নারীর উদ্দেশ্যে এমন বে-হিসাবী বাক্য খরচ করায়, তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যাক্, ...সম-বল-প্রধান চিকিৎসার সূত্রপাত দেখিয়াই যে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং মানুষটি হাত-মুখ চালান অপেক্ষা, পা চালানই যে এক্ষেত্রে শ্রেয়স্কর বুঝিয়াছেন, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়; অন্য দুঃখ নিষ্প্রয়োজন!

কিন্তু পরক্ষণেই নমিতার হাসি স্থগিত হইল। ডাক্তারপত্নী নমিতার দুইহাত ধরিয়া অশ্রু-ছল্ ছল্ নয়নে, আহত করুণকণ্ঠে বলিলেন—"সাম্প্রদায়িক পার্থক্য-জিনিসটার পরিমাণ কতখানি তা জানি নে;—কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিমাণ যে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের মনে অপরিসীম, সেটা পদে পদে সাংঘাতিক রকমে বুঝ্‌ছি একজন্মী। ঈর্ষায় বুদ্ধিকে জন্মাগত শানিয়ে আমরা খুব তীক্ষ্ণধার করে তুল্‌তে শিখেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সম্প্রীতি ভেদ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য;—বাইরের ব্যাপার জাতিভেদ, তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র!"

একি প্রাণস্পর্শিবেদনায়, গভীর আক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী উক্তি! এখানে,—এমন উক্তি শুনিবার সম্ভাবনা যে স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্য কাহিনী! মুগ্ধ আনন্দে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কৃতজ্ঞকণ্ঠে সে বলিল, "ধন্যবাদ, আপনি ঘরের মধ্যে নিরুপদ্রবে নির্ব্বিরোধে বাস করেও এটুকু ভেবে থাকেন। বড় খুসি হলুম, আপনার বামুনদিদি বেচারী চলে গেছেন, কাছে থাক্‌লে এখন আহ্লাদের সঙ্গে তাঁকে একটা নমস্কার করে নিতুম। ভাগ্যিস্ তিনি দয়া করে মাঝখানে ঝাপ্টা দিয়ে গেলেন, তাইত আপনার মনের কথা.....।"

বাধা দিয়া উত্তেজনাদীপ্ত মুখে তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না, ঘৃণায় জীবন জর্জ্জর হয়ে গেছে—!"

মনের বিচলিত ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রসন্নহাস্যে নমিতা বলিল, "ও-রকম কথা অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে আমায় শুন্‌তে হয়; ওসব তুচ্ছ কথায় কি কাণ দিলে চলে? না না, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না—।"

"কিছুই মনে করি নি; করবার অধিকারই

নেই!—" যুগপৎ ডাক্তারপত্নীর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; ভিতরের উচ্ছ্বসিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া, থর-কম্পিত ওষ্ঠে তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এখনই যাবেন? আচ্ছা, একবার দাঁড়ান, ও-ঘর থেকে আস্‌ছি—!"

তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নমিতা সুতারগুলি ও ক্রুশটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "সুশীল ওঠ, তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে হাঁসপাতালে ফির্‌ব।"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতিবিস্ফারিত মুখে চুপি চুপি বলিল, "এঁদের বামুনদিদিটা কি ভয়ানক লোক! ওরে বাবা, এমন হাত পা-নাড়ার কায়দা.....!"

নমিতার ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। ডাক্তার-পত্নীর ফিরিতে বড়ই দেরী হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সময় বহিয়া যাইতেছে, আর অপেক্ষা করিলে হাঁসপাতালে চার্ম্মিয়ানের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে! উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা পা-পা করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। বিদায় সম্ভাষণের শিষ্টাচারের অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, ওদিকে যে কর্ত্তব্য অবহেলার দায়ে পড়িতে হয়!—কি বিভ্রাট!

অধৈর্য্য হইয়া নমিতা অবশেষে তাঁহাকে ডাক দিবার উপক্রম করিল; কিন্তু তাহা করিতে হইল না। ডাক্তারপত্নী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন, ব্যগ্রভাবে বিদায়-সম্ভাষণ-জ্ঞাপনে উদ্যতা নমিতা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল!—আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এই কয় মুহূর্ত্তের ব্যবধানে সেই সুস্থ-সজীব মুখচ্ছবির উপর যে মরণাহতের ক্লান্তি-বিবর্ণতা ছাইয়া পড়িয়াছে! এ কি অদ্ভুত দৃশ্য!—তাঁহার চরণগতিটুকু শুদ্ধ স্পষ্ট দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন স্খলিত!

উৎকণ্ঠিতা নমিতা বলিল, "এ কি, হঠাৎ আপনাকে এ রকম দেখ্‌ছি! কোন অসুখ বোধ হচ্ছে কি?"

নমিতার প্রশ্নে তিনি যেন একটু সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন; শ্রান্ত চক্ষু দুইটি যথাসাধ্য চেষ্টায় সহজভাবে নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, পাংশু-মলিন অধরপ্রান্তে জোরের সহিত একটু অগ্রাহ্যের হাসি ফুটাইয়া মৃদু-জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, "ওটা কিছু নয়; পুরোণো ব্যামো; ছেলেবেলা থেকেই বুক ক্ষীণজোর, তার ওপর স্নায়ুর গোলমাল আছে, সেইজন্যে সময় সময় অমন একটু-আধ্‌টু কষ্ট হয়।—ও ধরি না। শুনুন্—" নমিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া, কম্পিত-শীতল হস্তে তাহার হাতে একখানি কাগজ-ভরা মুখ-আঁটা খাম দিয়া বলিলেন, "এতে কিছু রইল—।" তাঁহার কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল, একটু থামিয়া কুণ্ঠা-ভীরুদৃষ্টিতে, সম্মুখস্থ রান্নাঘরের রোয়াকে চকিত কটাক্ষপাত করিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনার অবসর সময়ে এটা একবার খুলে দেখ্‌বেন।—আমি যোড়হাত করে বল্‌ছি আমার অনুরোধটি রাখ্‌বেন।...না, এখন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।"—তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, অতিকষ্টে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া ঘন-কম্পিতবক্ষে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্না নমিতা

থামখানার দিকে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না; তা ছাড়া রান্নাঘরের রোয়াকে দণ্ডায়মানা বামুনদিদিকে বুকের নীচে আড়-ভাবে স্থাপিত বামহাতের উল্টা পিঠে হরিনামের ঝুলি-শুদ্ধ ডানহাতখানার উপর ভর রাখিয়া, দ্রুত ওষ্ঠসঞ্চালনে নামজপ করিতে করিতে, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুঞ্চন সহকারে একাগ্রদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, নমিতা থামখানার প্রসঙ্গে আধ-খানিও প্রশ্ন উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল!—খুব সহজে, যেন কিছুমাত্র কৌতূ-হলের বিষয় বা অপ্রত্যাশিত বস্তু নহে, এমনি ভাবে বিনাবাক্যে থামখানা জামার ভিতর যথাস্থানে রাখিয়া, ডাক্তার-পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, "সে যাই হোক্, আপনি এখন ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে, চুপ্‌চাপ নির্জ্জনে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করুণ; তা হলেই বোধ হয়—।"

জোরের সহিত মাথা নাড়িয়া, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়। ওর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না। আর একটি কথা,—।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত তিনি বলিলেন, "এখানকার অপ্রিয় ঘটনাস্মৃতি যত শীঘ্র পারেন, ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন—।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বর্ষাতি।

(লজ্জাভাঙ্গা)

সে-দিন শ্রাবণের ধারা অবিশ্রান্ত-ভাবে ধরাবক্ষে পড়িতেছিল। সন্ধ্যার পর দোর জানালা বন্ধ করিয়া সকলে যখন টেবিলের চারিধার ঘিরিয়া বসিলাম, তখন অতুল বলিল, "আজ কার পালা?" নীরদ আমার দিকে চোখ চাহিতেই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; এ দলের ভিতর মুখ খোলা যে সে ব্যাপার নয়! তাতে আমার মত লোক একেবারে 'থই'-হারা হ'য়ে যায়! আমি শরতের আড়ালে মুখ লুকুতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নীরদ ছাড়িবার পাত্র নয়, সে স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিল, "সেটি হচ্ছে না বিমল! রোজ তুমি ফাঁকি দাও, আজ তোমার মিলনের গল্পটি শোনাতে হচ্ছে।"

রমেশ বলিল, "সে কি রকম?"

নী। সে একটু বেশ মজা আছে শোন না।

আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম, "নিতান্তই রাক্ষসের মুখে আজ আমায় যেতে হবে?"

নী। হবে না তো কি? তুমি একেবারে পয়গম্বর নাকি যে, একেবারে বাদ পড়বে?

আমি বলিলাম, "তবে ভাই, একটু কম করে হেঁসো। যে ক'রে তোমরা চেঁচিয়ে ওঠ! জান তো অমন কল্লে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুবে না।"

সকলের অনুরোধে অবশেষে আমি আরম্ভ করিলাম, "জান তো যখন আমার

বিয়ে হয়, সেটা ফাল্গুন মাস! কলেজে নভেলে নূতন নূতন প্রেমের স্বাদ পাচ্চি, সেই সঙ্গে মনটিকেও একটি বসন্তের প্রমোদ-উদ্যান করে সাজিয়ে তুলছি, সেই সময়ে যখন সেই নেশা-বিভোর চক্ষে সুরমা সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝ্‌তেই পাচ্চ আমি কি হলুম!"

রমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বা! বা! বেশ। তবে নাকি বিমল কথা জানে না?"

আমি বলিলাম, "না ভাই আমি আর পার্‌ব না।"

নীরদ রমেশকে ধমক্ দিয়া আবার বলিল, "না ভাই তুমি চালাও, ফের যদি ও চেঁচায়, ওর মুখে গোবর চাপা দিব।"

পুনরায় আরম্ভ করিলাম, "কি বল্‌ব, সে কি সৌন্দর্য্য! বসন্তের ভাণ্ডারে যত সৌন্দর্য্য ছিল, সব বুঝি নিঃশেষ করে এই তরুণীর দেহ সাজান হয়েছিল! তার দেহের বর্ণের কিসের সঙ্গে উপমা দিলে ঠিক হয়, আমি এখনও তা ঠিক্ কর্‌তে পারি নি। যদি জ্যোৎস্নার আর একটু গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠ্‌তো তবে, বোধ হয়, তার রংয়ের সঙ্গে তুলনা হ'তো।"

হতভাগা রমেশ আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "সাবাস্ রে দেখিস্!"

আমি। সব চেয়ে আমার ভাল লাগ্‌তো তার সেই আজানুলম্বিত কুন্তলরাশি। সেই কৃষ্ণ অলকাবলী কি সুন্দরভাবে তার ললাটে এসে পড়েছিল! তারই নীচে নীল পদ্মের মত চোখ-দুটি ঝল্ ঝল্ কচ্চে! দেখ্‌লেই আমার দীনবন্ধু-বাবুর, 'জানিত না পুরাকালে মহা-কবিচয়" মনে পড়ত।

ফাজিল রমেশ আবার বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুই খুব বেঁচে গেছিস্! কেশনাগিনী তোকে কোন দিন ফোঁস্ করে নি তো?"

আমি তদুত্তরে বলিলাম, "যা, তুই বক্‌বক্ কর্‌গে। তোর কথায় আবার মানুষে কাণ দেয়?" এই সময়ে নীরদ মৃদু হাঁসিয়া বলিল, "ঠিক্, রমেশটা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে।"

অপরে বুঝিল না কিন্তু আমার ভারি রাগ ধরিল; বলিলাম, "তবে আমি উঠিতেছি।" চারিদিক্ হইতে নাগপাশ বেড়া করে আমায় ধরে ফেল্লে ও বল্লে, "আরে দাদা —কি কর? বসে যাও, বসে যাও!"

আমি। কিন্তু এত রূপ চোখের সাম্‌নে পেয়েও আমার তা প্রাণভরে দেখ্‌বার সাধ মিট্‌ল না, আমায় দেখ্‌লেই পাতার ভিতর মুখখানি লুকানর মত সে ঘোমটার আশ্রয় নিত। এমন কোরে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে বস্‌তো—!

রমেশ, আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ভয় হ'তো পাছে উত্তাপে ননীর পুতুল গ'লে যায়—!"

আ! ফুলশয্যার রাত থেকে, ক'দিন ধরে কত সাধ্য-সাধনা কল্লুম, কত কাঁদ্‌লুম, কত রাগ দেখালুম, কিছুতে কিছু না! আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত!—হায় বিধি! "সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব, কো দূর করব পিয়াসা!"—

র। ওরে ও বোকা, কলেও এক বিন্দু জল ছিল না!

নীরদ এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোকে নিয়ে গল্প শোনা যে দায় হ'য়ে উঠ্‌ল?" তখন সুশীল ও সুবোধ বালকের

যত হাত-জোড় করিয়া রমেশ বলিল, "এবার মাপ্ কর দাদা, আর কোর্ব্বো না।"

আমি। চোরের মত কেবল সারাদিন সুরমাকে লুকিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ খুঁজে বেড়াতাম। যখন দেখ্‌তাম যে, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাঁস্‌ছে, কথা কচ্চে তখন আমি আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে সেই দিকে চেয়ে থাক্‌তাম! ভাব্‌তাম, আমার সঙ্গে কবে সুরমা অমি করে কথা কবে!

ক'দিন পরে সুরমার পিতা এসে আমাদের দু-জনকেই নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি, সুরমার বিস্তৃত সংসার। এত পশু পাখী পুষেছে, যেন একটা চিড়িয়াখানা! তাদের ঘরে ময়ূর নাচ্চে, বাগানে হরিণ-শিশু লাফিয়ে বেড়াচ্চে, পিছনে পিছনে 'ভুলো', 'মলি', 'নীলে' বিলাতি কুকুরের দল সুরমার সঙ্গে ঘুরিতেছে। কোলে একটি মেনিপুষিও বাদ যায় নি। সেই নব-নীরদের মত চুলের রাশ নাচিয়ে নাচিয়ে বিদ্যুৎ-লতার মত সুরমা খেলে বেড়াচ্চে! তার এ-রূপ দেখে আমার চক্ষু যেন জুড়িয়ে যেত! কিন্তু আমার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল।"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আহা!"

আ। সে যখন শয্যায় ঘুমাইত, তখন আমি উঠিয়া গিয়া তার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি একদৃষ্টে দেখ্‌তাম! সেই শুভ্র ললাটে কালো টিপ্ কি সুন্দরই দেখাইত! তার কৃষ্ণ-কবরী বেড়িয়া মল্লিকার মালা মধুর সৌরভে আমার অন্তরে মোহের সৃষ্টি করিত। নীলাম্বরী-বেষ্টিত দেহখানিতে সেই মধুর মুখখানি যেন শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মের মত আমার অন্তর স্নিগ্ধ করিত! তার উপর চাঁদের আলো আসিয়া সেই উজ্জ্বলবর্ণ আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারার মত আমি তার ঘুমন্ত মুখ অবলোকন করিতাম।

আবার রমেশ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ!"

আ। কিন্তু যে দিন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, সে-দিন এ সুখটুকুতেও আমি বঞ্চিত হইতাম। তৎক্ষণাৎ ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া সুরমা শয্যা হইতে নামিয়া পড়িত; কোনও দিন বা খাটের নীচে ভূমিতেই পড়িয়া থাকিত; আমি শত চেষ্টাতেও আর তাকে তুলিতে পারিতাম না। কোনও দিন বা একেবারে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত।

রমেশ এই সময় বলিয়া উঠিল, "বাছা রে—!"

আ। সুরমার ডোরা বলিয়া একটা কুকুর ছিল, সেটার ভারি কাম্‌ড়ান রোগ ছিল। সুরমার পিতা সেটাকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন। সুরমা কিন্তু সেটাকে লুকাইয়া খাবার দিত। তার ক্ষুধা পাইলেই সে চুপি চুপি সুরমার সন্ধানে বেড়াইত। সুরমার পিতা মাতা দেখিতে পাইলেই, সুরমাকে বলিতেন 'কোন্‌দিন তোকে কাম্‌ড়াবে দেখিস্।' সে ইহাতে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কখনই না।"

সে-দিন পূর্ণিমার রাত। আমি যে ঘর-টিতে শুইতাম, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ খোলা; ফুটন্ত জ্যোৎস্নারাশি ঘরের ভিতর লুটোলুটি করিতেছিল। আমাদের ঘরের নীচেই ফুলের বাগান। তার সৌরভরাশি দক্ষিণ-বাতাসে মিশিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল!

আমি শুইয়া সুরমার কথাই ভাবিতেছিলাম; কেবল মনে আসিতেছিল, "এমন চাঁদিনী মধুর যামিনী.. ...ইত্যাদি।" কি জানি কেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম! কখন্ সুরমা আসিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেক রাত্রি। চাহিয়া দেখি পাশে তো সুরমা নাই! কোথায় গেল! তার স্বভাব তো জানি! হয় ত, বিছানার নীচে শুইয়া পড়িয়া আছে। খাট হইতে নামিয়া চাহিয়া দেখি, সত্যই তাই। সেই নীলাম্বরী-ঝড়ানো, আগাগোড়া ঢাকা, কুঁকড়ি সুঁকড়ি হইয়া খাটের নীচে সে শুইয়া ঘুমাইতেছে। উত্তর পাইবার আশা নাই, জানিয়াও দুইবার ডাকিলাম,—"সুরমা উঠে এস।" কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন ঘুম ভাঙ্গানর বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া, একবার জান্‌লার কাছে দাঁড়াইলাম। তখন চন্দ্রকিরণে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। সেই আধ আঁধার আধ জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে সুরমার চাঁদ-মুখ অনন্ত ভালবাসা লইয়া আমার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আবেশপূর্ণ হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে সুরমার নিকটস্থ হইলাম। পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সুরমার দেহ স্পর্শ করিলাম না। যেই মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়াছি, অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মুখ ঘুরিয়া আমার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিল এবং সেই দণ্ডেই ভীষণ ভাবে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিল।

সেই শ্রোতার দল এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, "অ্যাঃ—সেই সুন্দরী! হ্যারে, সুরমা তোরে কামড়ে দিলে!"

আ। দূর ছোঁড়ারা! এমন লোকদেরও গল্প শোনায়! তিনি হচ্ছেন আমার প্রেয়সীর প্রিয়কুকুর—ডোরা। "তখন একটা উচ্চ হাসির ঘুম পড়িয়া গেল। বাপ রে! কি ব্যাপার! হাসি থাম্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল।

অতুল বলিয়া উঠিল, "মজা বটে। তা পর, তা পর?"

আমি। "তা পর তোমরা যেমন করে হেসে উঠ্‌লে আমিও ঠিক ওম্‌নি করে 'বাপ্‌রে গেলুম' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। আমার শ্বশুর সাড়া দিয়ে উঠলেন, "কি হয়েছে?"

আ। আর কি হয়েছে! আমার গাল দিয়ে তখন দর্‌দর্ করে রক্ত বেয়ে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁধের উপর থাবা গাড়্‌তেও ভুলেন নি।

আলো নিয়ে আমার শশুর এসে ব্যাপার দেখে অবাক্! কুকুরটা তাঁকে খুব ভয় কর্‌তো; তার উপর লাঠি হাতে মার্‌তে যাচ্ছেন দেখে, সে সরে পড়্‌লো! তখন বাড়িশুদ্ধ লোক ঘরে এসে হাজির। একদল জামাইয়ের চিকিৎসায় বসিয়া গেল। শ্বশুর বল্লেন, 'সুরমা কোথায় গেল? আমি হাজার দিন বারণ করেছি, ওটাকে আস্কারা দিসনে; সেই এ বিপত্তির মূল!' শুনিলাম আমার শাশুড়ীও কন্যাকে খুব বক্‌ছেন!

সকালে মনোরমা এসে বল্লে, "জামাইবাবু, তোমার তো খুব লেগেইছে, কিন্তু দিদিরও যা লেগেছে—!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদির কিসে লাগ্‌ল?

সে বলিল, "কাল ছোড়্‌দার নেমন্তন্ন ছিল জানেন তো? সেইজন্যে পিষীমা ঘরের

খিল দেন নি। দিদি দোর খোলা পেয়ে সেই ঘরের বিছানার পায়ের তলায় গিয়ে শুয়েছেন। যখন আপনার ঘরে গোলমাল হয়, তার একটু আগেই ছোড়্‌দা ফিরে আসেন। বাইরের জ্যোৎস্নার আলো যা ঘরে পড়েছিল, তা ছাড়া আর ঘরে আলো ছিল না। দিদিকে জোরা শুয়ে আছে ভেবে, ছোড়্‌দা খুব জোরে একেবারে এক-লাথি!" এই বলিয়া বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার কিন্তু বুকের ভিতর একটা বেদনা বাজিয়া উঠিল;—আহা সেই কোমল দেহে কত লাগিয়াছে! হাসি থামাইয়া বালিকা বলিল, "দিদি যাই বড় মড়্ ক'রে উঠে পড়েছিল, নইলে ছোটদা হয়তো ছড়ি-পেটা করতেন। তার পরেই নাকি, আপনার ঘরে শব্দ শোনা গেল! দিদির যেমন আদুরে কুকুর তেম্‌নি হয়েছে!" বালিকা আবার হাসিতে লাগিল। আমার কাছে আর কোনও উত্তর না পাইয়া সে খেলিতে গেল।

দুপুর বেলায় একটু ঘুমই আসিয়াছিল, একটা যেন চাপা-কান্নার সুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখি সুরমা আমার পাশে বসিয়া দুই-হাতে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সে সময়েও তার সেই চারু ছবি আমার চোখে কি সুন্দরই দেখিলাম! পাছে আমি চাহিয়া আছি জানিলে সে পলাইয়া যায়, তাই অনেকক্ষণ কোনও সাড়া দিলাম না। শেষে আর থাকিতে পারিলাম না; ডাকিলাম "সুরমা!" সে চোখ হ'তে হাত নামাইয়া এই প্রথম আমার দিকে চাহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদিতেছিলে কেন?" সে আবার চক্ষু নত করিল; দেখিলাম ওষ্ঠ-দুটি একবার একটু ফুলিয়া উঠিল; পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার জন্যে তোমার এই কষ্ট!"

সে আমার কি আনন্দ? ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার উত্তরে সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া বলি, "তোমার অনাদরই আমার বড় ব্যথা সুরমা! তোমার দোষ কই যে ক্ষমা করিব!" কিন্তু কষ্টে সে মনোবেগ সংবরণ করিলাম; গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তোমার এ ব্যবহারের ক্ষমা নাই সুরমা, রাত্রে কোন্ স্ত্রী এমন করিয়া স্বামির ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে!" ছল ছল চক্ষে সে উত্তর করিল, "আর কখনও এমন করব না।"

আমি তবুও ছাড়িলাম না; বলিলাম, "যদি তোমার কুকুর আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিত, তা হইলে তখনি তো মরিতাম! তোমার তো বালাই দূর হ'ত, আমার বাপ্-মার কি হ'ত!" সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল, আর আমি নিষ্ঠুরের মত তার সেই রোদন-ভরা মুখখানি আনন্দ অন্তরে দেখিতে লাগিলাম।

রমেশ হুঙ্কার দিয়া উঠিল "কি বীর-পুরুষ!"

ঘড়িতে তখন ১০টা বাজিয়া গেল; চাকর ডাকিল, "বাবু খিচুড়ি নেমে গেছে; ঠাঁই হবে কি?" "নিশ্চয়ই" বলিয়া সে দিনকার মহা-সভা ভঙ্গ হইল। আমি ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 649. September, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৪৯ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৪। সেপ্টেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষ-প্রবেশ।

ইচ্ছাময় পরমপুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় বামাহিতব্রতচারিণী বামাবোধিনী অদ্য তাহার জীবনের চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া পঞ্চপঞ্চাশদ্ বর্ষের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ইহা জ্ঞানের ক্ষুদ্রবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া—নরনারীর পূতহৃদয়বিকসিত ভাবকুসুমরাশি, মানব-জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাঘটনাবলীর বিক্ষিপ্ত বার্ত্তা প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সজ্জিত অর্ঘ্যপাত্র লইয়া মানবের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আসিতেছে। প্রাতঃসূর্য্যের উদয়াস্তের পর পুনর্ব্বার যখন নবভানু পূর্ব্ব অম্বরে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশে বিলীন হইলেন, মানব বুঝিল, একটীর ন্যায় অপর একটী দিবানামধারী খণ্ডকাল বিলুপ্ত হইল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অতিবাহিত হইলে, যখন গ্রীষ্মের সূচনা হইল, যখন ৩৬৫ দিবসের পরে সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার তাঁহার পূর্ব্বকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, মানব বলিল, একটী বৎসর পূর্ণ হইল! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল-পরিমাণ-দ্বারা পার্থিব বস্তুসমূহের পার্থিব অবস্থানকাল পরিমিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রকালের দ্বারা যদ্রূপ বৃহত্তর কাল সংগঠিত হইতেছে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা বৃহত্তর শক্তি, ক্ষুদ্র জীবন-দ্বারা বৃহত্তর জীবন, ক্ষুদ্র-সত্তার দ্বারা বৃহত্তর সত্তার সংগঠন হইতেছে!

এক একটী মানবীয়-শক্তির আদি ও অন্ত আমরা তত্তদ্-মানবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সহিত বিজড়িত করিয়া পরিমিত করিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু যখন দেখি এক একটী শক্তি শতশত শক্তির জন্মদাতা, এক একটী শক্তির প্রভাবে শত শত শক্তি প্রভাবান্বিতা, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল শক্তিই এক মহাশক্তি হইতেই উৎসারিতা, তখন আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্-রূপে শক্তিসকলকে ধারণা করিবার বাসনা দূরীভূত হয়। তখন আমরা ক্ষুদ্রবৃহৎ, সম-বিষম, অনুকূল ও প্রতিকূল, সকল শক্তিই

একই সাধনায় প্রবৃত্ত, সকল শক্তিই সেই এক মহাশক্তির মধ্যে অবস্থিত, পরিপুষ্ট, তচ্ছক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাহারই সহায়তায় বিনিযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! এই স্থানেই—এই মহাশক্তির ক্রোড়ে ক্ষুদ্রশক্তিকে শায়িত ও কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমরা তাহার সার্থকতা অনুভব করি।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রাক্কালে ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মধ্যে নারী-হিতৈষণায় প্রণোদিত যে-শক্তির মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে এই ক্ষীণশক্তি পত্রিকা চিন্ময় পরমপুরুষেরই জ্ঞানদীপিকা ইহার ক্ষীণহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহারই দুরবগাহ সত্তার উপলব্ধিভূমি মানবের হৃদয়-বেদিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মহারতির সূচনা করিতেছিল, তখন কে জানিত আজিও ইহার মঙ্গল আরতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে! যাঁহার শাসনে কোটী কোটী গ্রহতারকা সুদূর গগন-পারে মহাপূজায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নীরবে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার অনুশাসনে অনুশাসিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র তাঁহারই মহা আরতিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাহারই প্রীতিসম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি তাঁহারই চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার অনন্তবিধানে বিধৃত থাকিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, অদ্য ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিস্তীর্ণ পরিসর দর্শন করিয়া ইহার সার্থক্যের প্রতি সন্দিহান হইলেও, ইহার এই ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা জগতের মহাশক্তির পরিপূর্ণতা দেখিয়া, ইহাকে জগতের সেই এক মহাশক্তিরই অংশ জানিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এই পত্রিকা বিশ্ববিধাতার,—যিনি তাঁহার অনন্ত-শক্তির কণামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে প্রদান করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে আপনার শুভ ইচ্ছা জাগরিত করিয়া, তাহাদিগের চিত্তে আপনার জ্ঞান ও প্রীতি অহর্নিশ প্রেরণ করিয়া, শত শত শক্তির ধারা একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিয়া, তৎপরে ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, ও তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করিয়া নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্। ওঁ স্বস্তি।—

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ইমন্—খং।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো প্রভু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি,
আমি কি দিয়ে তুষিব ভুষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি!
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি?

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমায়,
আশার অতীত গণি,
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে,
কুড়ায়ে পেয়েছি মণি,
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি',
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি',
রহিব পড়িয়া দিবস-রাতি হে
—চরণে তোমারি।

কথা ও সুর—৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´　　৩　　০　　১
সা রা II গা গা গা। পা মা গা রা। রা গা হ্মা। গা হ্মা পা -া I
য দি এ সে ছো এ ০ সে ছো এ সে ছো প্র ভু হে ০

২´　　৩　　০　　১
| পা ধা না। না না না না। নধা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
দ য়া ক রি কু টী রে আ০ মা রি ০ ০ আ মি

২´　　৩　　০　　১
| র্সা র্রা র্গা। র্সা র্রা র্গা -া। না র্সা র্সা। না র্রা সা -া I
কি দি য়ে তু ষি ব ০ তু ষি ব তো মা রে ০

[সা রা]
"য দি"

২´　　৩　　০　　১
| পা ধা নধা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া পা পা II
বু ঝি তেনা পা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[ধা ধা]
আ মি

২´　　৩　　০　　১
II পা ধা না। না ননা না না। ধা না র্সা। -া -া পা পা I
যা ব কি ও হৃদি প র ছু টি য়া ০ ০ আ মি

২´　　৩　　০　　১
| ধা না র্রর্সা। র্গা র্গা র্গা র্গা। র্মা র্গা র্রা। -া -া ধা ধা I
প ড়ি ব কি প দ ত লে লু টি য়া ০ ০ (আ মি)

২´　　৩　　০　　১
| র্সা র্রা র্রা। না র্রা র্সা -া। না র্রা র্সা। ধা না না -া I
হা সি ব সা ধি ব ০ ঢা লি ব চ র ণে ০

২´　　৩　　০　　১
| মা ধা পপা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া সা রা II
ন য নের বা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

২´　　৩　　০　　১
সা রা II গা গা গা। গা গা -া গা। রা গা মা। গা রা -া রা I
য দি গে য়েছি তো মা ০ য ছু টী রে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১
| সা রা গা। গা ক্ষা ধা ক্ষপা। -া -া -া। -া -া পা পা I
আ শা র অ তী ত গণি ০ ০ ০ ০ ০ আ জি

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। পা ধা ধা -া। ক্ষা পা পা। ক্ষা ধা পা -া I
আঁ ধা রে প থে র ০ ধূ লা র মা ঝা রে ০

২´ ৩ ০ ১
| গা গা গা। গা রা গা মা। গা রা -া। -া -া রা গা I
কু ড়া য়ে পে য়ে ছি ০ ম ণি ০ ০ ০ য দি

২´ ৩ ০ ১
| ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। গা ক্ষা পা -া।
এ সে ছ দি ব হৃ দ য়া স ন পা ০ তি ০

২´ ৩ ০ ১
| -া -া -া। গা ক্ষা পা ধা। পা ধা -া। না না ধা না।
০ ০ ০ দি ব গ লে নি তি ০ ম ব প্রে ম

২´ ৩ ০ ১
| র্রা র্সা -া। না -া ধা -া। র্সা র্রা র্রা। ধা না না -া।
হা ০ র গাঁ ০ থি ০ র হি ব প ড়ি যা ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা ধা। ক্ষা ধা পা -া। -া -া -া। -া -া -া -া I
দি ব স রা তি হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
| রা গা ক্ষা। গা ক্ষা ধা ধা। না ধা পা। ক্ষা পা সা রা II II
চ র ণে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "ঘ দি"

আমি তোমারই।

রাখ আর মার, যা' কর তা' কর,
আমি তো তোমার, তোমায় হে!
তাপে পোড়াইয়া ছাই কর হিয়া,
তবু তো তোমার তোমার হে!
যদি সাধ হয়, শতধা করিয়া
এ দেহ কুকুরে দেহ বিতরিয়া,
তব উপবন করিতে সেচন
লহ এ রুধির আমার হে!
ধূলি কর আশা, স্বপনের নেশা,
আমি যে তোমার তোমার হে!

চিত্ত আমার করি চুরমার
অনলে দেহ গো ফেলিয়া,
তাই বলে' মোর এ প্রণয় ঘোর
ভেবেছ কি যাবে চলিয়া?
মম মরমের ভালবাসা যত,
তিল-মাত্রা নাহি হবে বিচলিত,
ভয় নাহি পাব, বিমুখ না হব,
তোমার আদর ঠেলিয়া।

শান্ত উদার বক্ষে তোমার
রহিব গো আমি জড়ায়ে,
নব-বিকশিত কুসুমের মত
বিমল সুবাস ছড়ায়ে!
অথবা আমারে দাহ কর তুমি,
দাবানলে যথা দহে বনভূমি,
উঠুক হাসিয়া পাবক নাচিয়া
তব রৌরব-শিখার হে!
রাখ আর মার, যা' খুসি তা' কর,
আমি তো তোমার তোমার হে! *

দরবেশ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা, অনুমান, ৪ ঘটিকার সময় মা অষ্টভুজার দর্শন-মানসে যাত্রা করিলাম। বেণীমাধব-নামক একটী ব্রাহ্মণ বালককে পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বালক অধিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় স্থানটী যে অধিকতর দুর্গম ও ভয়াবহ, তাহা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল;—আমরা তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। একটী সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে গ্রহণ করিয়া বালক আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল।

সমতল-ক্ষেত্রে একটী প্রশস্ত রাস্তা; দুই পার্শ্বে উন্নতশীর্ষা ঘন-পল্লবিতা শ্যামলা বিটপি-শ্রেণী! পুরোভাগে দিগন্তপ্রসারিণী পর্ব্বতরাজি! ঐ পর্ব্বতের শীর্ষদেশেই মায়ের মন্দির।

একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। বালক এই-স্থানে আসিয়াই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল; আমরা বুঝিলাম, অপরিচিতের পক্ষে এ-স্থান বিপৎ-সঙ্কুল। তাহার পর বালক অবলীলাক্রমে

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ইংরাজী হইতে।

সিংহ-শিশুর ন্যায় ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ডে আমাদের গতি স্খলিত হইতেছিল। উভয়পার্শ্বে নিবিড় নাতিদীর্ঘ পুষ্পিত-বিটপিশ্রেণী মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। কুসুম-সৌরভে বন-স্থলী আমোদিতা! এই লীলাকুঞ্জে, বুঝি বা, বনদেবীগণ অবসর মত বিশ্রাম-লাভ করেন। স্থানটির মনোহারিত্ব ও পবিত্রতা প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের অবতারণা করে! ভীতিমিশ্রিত চিত্তে এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; দেখিলাম, সুবৃহৎ উপকণ্ঠ-সমাকীর্ণ একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর চক্ষুর বিষয় অতিক্রম করিয়া কোন্ দূরদিগন্তে বিলীন হইয়াছে! কোথাও জনমানবের স্বরশব্দ নাই; প্রকৃতি স্তব্ধ এবং গম্ভীর! স্থানে স্থানে দুই একটী খর্ব্বকায় আরণ্যতরু অটল অচল ভাবে বিরাজমান; তাহাদের শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সম্পদ্ নাই; কেবল কর্কশতা এবং কঠোরতায় পরিপূর্ণ! দূর হইতে জটাজুট-সমাবৃত ধ্যানমগ্ন যোগিবরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! দূরে দূরে বহুদূরে দুই একটী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমও পরিলক্ষিত হয়।

যাইতে যাইতে আমরা উন্নতাবনতা ভূমির উপর আসিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের সঙ্গে সঙ্গে পূত-সলিলা গঙ্গা সর্প-গতিতে প্রবাহিতা!—এ-স্থান হইতে বহু নিম্নে বলিয়া গঙ্গা একটী শুভ্র রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়! আবার কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম, অকস্মাৎ যেন কেহ শ্যামল-শষ্পোপরি একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে!—গঙ্গা অতিপ্রশান্ত!

তৎকালে পশ্চিমাকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হইতেছিল; তপনদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন। প্রদর্শকের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গতিও দ্রুততর হইতেছিল; আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য-সন্দর্শন অপেক্ষা প্রদর্শকের অনুগমন সমীচীন মনে করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির ও পতাকা দৃষ্ট হইল। এইটীই মা অষ্টভুজার মন্দির। যে মা দীর্ঘকাল নরশোণিত-পানে পুষ্টা,—নিরীহ সন্তানের আর্ত্তনাদ যাঁহার মর্ম্মে আঘাত করে নাই—সেই মা, না জানি কিরূপ!

মন্দির-দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পাষাণময় পর্ব্বত-গাত্রে একটী গহ্বর ক্ষোদিত হইয়াছে; প্রবেশদ্বারে কোনও শিল্প-নৈপুণ্য নাই, স্থাপত্যের নিদর্শন নাই; গহ্বরাভ্যন্তর চির-তমসাচ্ছন্ন! প্রবেশ করিতে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দ্বারে বহু আয়াসে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে। পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ; তাহাতে একদল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কয়েক জন স্ত্রীলোক অন্ধকারময় গহ্বর-মধ্যে আমাদিগকে লইয়া গেল। ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে অতি-ক্ষুদ্রাবয়বা মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম; একটু স্থিরভাবে বসিতে পারিলাম না। অমনি স্ত্রীলোকগণ পয়সার জন্য একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। গহ্বরাভ্যন্তরে পর্ব্বত-গাত্রে মা উপবিষ্টা;—উজ্জ্বল নেত্র হইতে জ্যোতির্ম্ময় আভা নির্গত হইতেছে। সম্মুখে একটী প্রস্তর-বেদিকা;—তাহাতে পূজোপকরণ রক্ষিত হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না; কেবল চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে আলোক- বা বায়ু-প্রবেশের কোনও পথ নাই।

বাহির হইতে মন্দিরটীকে একটী ক্ষুদ্র গিরিকন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। এতাদৃশ স্থান ভীষণ নরহত্যার উপযুক্ত বটে। ঠগীগণ নরশোণিতে এই মায়ের পূজা সমাপন করিয়া পাপাস্থানে বহির্গত হইত। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও এস্থানে আসিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকগণই মায়ের সেবকা। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিলাম, তাঁহারা পর্ব্বতের পাদদেশে আবাস-নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়িয়া আসিয়া পয়সার জন্য যাত্রিগণকে ব্যতিব্যস্ত করে, এবং যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লয়।

গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গেল। শ্রমাপনোদনের জন্য একখণ্ড শিলোপরি উপবেশন করিলাম। ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত উদার নভোমণ্ডল! নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা জাহ্নবী যেন সমস্ত দিনের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল! আর সেই বিচিত্র চন্দ্রাতপ স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইয়া নৈশ তিমিরে ঝক্‌মক্ করিতেছিল! অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার পর ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের জন্য পাণ্ডার আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে দীপালোক-পরিশোভিত মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডাজী-প্রদর্শিত প্রকোষ্ঠে শয্যা বিস্তৃত করিয়া একেবারে দেহ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু কোনও মতেই একটু তন্দ্রাও আসিল না; প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারাহ্বান প্রতীক্ষা করিয়া নিরাশ হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অনেক দিন পরে আজ ভাগ্যে সোপকরণ অন্ন জুটিবে; কিন্তু বহুক্ষণ পরে আহার করিতে যাইয়া সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইল। পাণ্ডাজীর অগ্রপশ্চাৎ অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের অপরিষ্কৃত নিভৃত কোণে একটী ক্ষীণালোক দীপের সাহায্যে বসিবার ক্ষুদ্র আসনখানি কোনও প্রকারে সনাক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সম্মুখস্থিত পাত্রে মোটা চাউলের ভাতের উপর যৎসামান্য ঢেঁড়স ভাজা ও এককোণে অড়হর ডাইল। মুখে দিয়া দেখিলাম সকলই লবণাক্ত। বহুকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিয়া ভোজন সমাপ্ত করিলাম। পাণ্ডাজী বা তদীয় গৃহিণী (পাচিকা) ভোজন-কালে কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করেন নাই। আমার সঙ্গী বন্ধুটি একটু উদরপরায়ণ,—তিনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটী আহারের সামগ্রীই পুনরাহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর এতাদৃশ অতৃপ্ত আহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৬। কৃষির উপযুক্ত যন্ত্র।

কৃষির প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল। বাঙ্গালা-দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা ধানের চাষের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু রবি-শস্য বা আউসের জমী চাষের জন্য এরূপ লাঙ্গল ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে চাষের সময় ক্ষেত্রের মাটী উল্টাইয়া যায়। কারণ, মাটী উল্টাইয়া না যাইলে তাহাতে রৌদ্র লাগিতে ও তাহার ভিতর বাতাস যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এইরূপ মাটী উল্টাইয়া দিলে, ঘাসের মূল নষ্ট হইয়া যায়। এই কার্য্যের পক্ষে 'মেষ্টন'-লাঙ্গল অত্যন্ত উপযোগী। প্রত্যেক চাষার একখানি করিয়া মেষ্টন লাঙ্গল রাখা প্রয়োজন। হিন্দুস্থান বা পাঞ্জাব-লাঙ্গলে কাজ আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে সকল লাঙ্গল টানিবার উপযুক্ত বলদ নাই। বাঙ্গালা-দেশে 'মেষ্টন' লাঙ্গলে বেশ কাজ হইতে পারে।

আলু ও ইক্ষুর চাষের জন্য 'হ্যাণ্ড-হো' ব্যবহৃত হইলে অনেক সুবিধা হয়। হ্যাণ্ড-হোর দ্বারা ঘাস তুলিয়া দেওয়া, মাটী খুলিয়া দেওয়া, গাছের গোড়ায় মাটী তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য হইতে পারে। ইহা ব্যবহার করিতে শিখিলে, কুলির খরচ অনেক কম হইয়া যায়।

গরুতে টানিবার উপযুক্ত বড় বিদের বাঙ্গালা-দেশে এখনও তত প্রচলন নাই। ইহার দ্বারা মাটী নরম হইয়া খুলিয়া যায়, এবং জমীর ঘাস উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার হয়।

বীজবপন-যন্ত্র—এই যন্ত্রের ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমান ভাবে এবং সমান দূরে দূরে বীজ ফেলা যায়। বীজ-বপন সমান দূরে দূরে হইলে, নিড়ান প্রভৃতির অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং তাহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুষা কলেজ হইতে এই যন্ত্র ক্রয় করা যাইতে পারে।

জল তুলিবার যন্ত্র :—সাধারণ ব্যবহারের জন্য ডোঙ্গা সুবিধাজনক। কিন্তু একস্থানে জল তুলিবার কল ফেলিতে পারিলে 'ওয়াটার প্রুফ'-নল'-দ্বারা অনেক দূরের ক্ষেত্রেও জল দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট এমকল কৃষি-ব্যবহারের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী কৃষি-বিভাগের সাহায্যে ইহা হইতে পারে। 'চেন-পাম্প'ও সুবিধা-জনক।

আখ-মাড়া কল। এ যন্ত্র আমাদের দেশে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। অনেক স্থানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি এই যন্ত্র ক্রয় করিয়া অপর কৃষকদিগকে ভাড়া দিয়া তাহা হইতে দু-পয়সা লাভ করিয়াও থাকে। এই প্রকার অন্যান্য যন্ত্র ভাড়া দিলেও তাহার দ্বারা সুবিধা হইতে পারে।

কুটি কাটিবার কল :—ইহাতে পশু-খাদ্য শীঘ্র শীঘ্র কাটা যায়। ইহার মূল্য বেশী বলিয়া সকলে ক্রয় করিতে পারে না, কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-যন্ত্র।

৭। বীজ ও বীজ-সংগ্রহ।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট বীজের

প্রয়োজন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে-স্থানে যে শস্য ভাল হয়, সেই স্থান হইতে তাহার বীজ আনয়ন করা আবশ্যক। সরকারী কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের লোকও কৃষি-বীজের ব্যবসায় করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের সে-বিষয়ে উৎসাহ নাই। সব্জী-বীজ বিক্রয়ের কয়েকটী দোকান আছে, কিন্তু সেখান হইতে বীজ আনাইলে প্রায়ই তাহাতে অঙ্কুরোৎপাদন হয় না। আমাদের দেশে যদি ভাল বীজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি কেহ 'হিমালয়ান-সিড্ ষ্টোরস্' বা পুনা হইতে বীজ আনাইতেন? বাঙ্গালাদেশে সব্জী-বীজ এবং সকল প্রকার কৃষিবীজের দোকান হওয়া আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে অনেক স্থানে কৃষিবীজ ও পশুর মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে লোকে সহজে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে হাটে অনেক প্রকার সব্জী-বীজ বিক্রয় হয়। কিন্তু সকল প্রকার সব্জী-বীজ এবং কৃষিবীজ হাটে বিক্রয় হইলে, কৃষকদিগের অনেক সুবিধা হয়।

এক দেশের বীজ অন্য দেশে আনীত হইলে শস্য ভাল হয়। এক ক্ষেত্রের বীজ ক্রমান্বয়ে সেই ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে শস্যের ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকদিগকে বীজ-সংগ্রহ-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। ক্ষেত্র-মধ্যে যে গাছের শস্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে, হয় ত, একখানি ক্ষেত্রে শস্য ভাল হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার যে গাছের শস্য ভাল হইয়াছে, সেই গাছের শস্যই বীজরূপে রক্ষা করিতে হইবে। সেই বীজ হইতে যে শস্য হইবে, তাহা হইতে আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতিবৎসর বীজ-নির্ব্বাচন করিতে থাকিলে শস্যের ক্রমিক উন্নতিই হইতে থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট যবাই গাছ, যাহাতে ২টি পরিপুষ্ট ফল জন্মিয়াছে, তাহার বীজ বপন করিলে যে গাছ হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় অনুকূল থাকিলে দুই বা ততোধিক উৎকৃষ্টতর ফল ফলিবে। ইহাতেই বীজ-নির্ব্বাচনের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

৮। নূতন শস্য।

অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা-দেশে তাহা ক্রমে ক্রমে আনীত হওয়া আবশ্যক। পঞ্জাবে 'কাবুলী ছোলা'-নামে একপ্রকার ছোলা হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ছোলার দানা অপেক্ষা প্রায় ৩।৪ গুণ বড়। এই ছোলার চাষ আমাদের দেশে হওয়া আবশ্যক। ইহা কাঁচা অবস্থায় মটরশুঁটির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহার চাষে যথেষ্ট লাভ আছে। খোসাশূন্য এক-প্রকার যবও আছে, তাহার আমাদের দেশে চাষ হওয়া আবশ্যক। চিনের বাদামের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যে-সকল জমীতে কোনও প্রকার শস্য জন্মে না, সেখানে চিনের বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। চিনের বাদাম ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। সেখানে ইহার তৈল 'অলিভ-অয়েলে'র ন্যায় ব্যবহৃত হয়, এবং খইল পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। পেশোয়ারী-ধান্য অতি উৎকৃষ্ট শস্য, ইহাও

আমাদের দেশে আনাইয়া চাষ করা উচিত। তুলার চাষও আমাদের দেশে হইতে পারে। একপ্রকার তুলা আছে, যাহার গাছ ৩।৪ বৎসর থাকে, তাহাকে গাছতুলা বলে। মধুবনী-অঞ্চলে একপ্রকার তুলা হয়, তাহার রং রেশমের ন্যায়, তাহাকে কোকটি কহে। এই সকল নূতন নূতন গাছ আমাদের দেশে আনীত হওয়া প্রয়োজন। এ-সকল কার্য্য কৃষিবিভাগ ও কৃষিসমিতির দ্বারা হইতে পারে।

৯। রোপণ- ও বপন-প্রণালী।

রোপণ ও বপনের নূতন নূতন প্রণালী, যাহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে, ক্রমে আমাদের দেশে তাহা গ্রহণ করা উচিত। নীল-কুটীতে 'সিড্‌ড্রিল'-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়, তাহাতে বীজ সমানভাবে এবং সমান দূরে দূরে পতিত হয়। অনেক স্থলে দড়ি ধরিয়া খুরপী-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়। ধান্য-চাষের পক্ষে, আগাম আবাদ হইলে একটি করিয়া গাছ প্রত্যেক স্থানে রোপণ করিলে, তাহাতে গাছে খুব ঝাড় হয় ও ফলন ভাল হয়। ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে ধানগাছ রোপণ করিলে তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এইরূপ নানাপ্রকার বপন ও রোপণের নিয়ম নানা স্থানে আছে; তাহার মধ্যে যাহা সুবিধাজনক, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত।

১০। পশুখাদ্য।

আমাদের দেশে ধান্যের খড় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহাতে গবাদি পশুর আহারের অকুলান হয় না। কিন্তু খড়ে গবাদি পশুর সম্পূর্ণ পরিপুষ্টির উপযুক্ত উপাদান থাকে না। তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে সজি, ঘাস প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য 'জনারা'র প্রচলন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের মাটীতে জনারা ভালরূপ হওয়া সম্ভব। নিম্নভূমি ধানের ক্ষেতে ফাল্গুন-চৈত্রমাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে, তাহা চষিয়া জনারা বপন করিলে, ধান্য-রোপণের সময়ের পূর্ব্বে জনারা পশুকে খাওয়াইবার উপযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং, উক্ত ক্ষেতে ধান্য এবং জনারা উভয় ফসলই পাওয়া যাইতে পারে। ধানের ক্ষেতে যখন এক ইঞ্চি মাত্র জল থাকে, অর্থাৎ বর্ষার শেষ ভাগে, খেসারী ছড়াইয়া দিলে, ধান-কাটার পরে সেই খেঁসারী গাছ বড় হইয়া যায়। কাঁচা-শুঁটি শুদ্ধ খেসারী কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। পশুখাদ্যের জন্য প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত, কিছু কিছু জমীতে জনারা প্রভৃতি বপন করা। সাইলো (Silo) প্রস্তুতের একপ্রকার প্রথা আছে, তাহাতে বর্ষাকালের কাঁচা ঘাস কয়েকমাস যাবৎ রক্ষা করা যায়। ইহাও আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

১১। কীট

কীট যাহাতে শস্য নষ্ট করিতে না পারে, কৃষকদিগের তাহার উপায় জানা উচিত। "ফসলে-কীট"-নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কৃষকদিগের জানা উচিত যে, তুতের জল, কেনিলের জল, কেরোসিন তেল জলে ও ঘোলে মিশান, চূণের জল, সাবানের

জল, ইত্যাদি কীটনাশের পক্ষে বিশেষ-ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের ধোঁয়া, খড়ের ধোঁয়া, পঙ্কের ধোঁয়া, এ-সকলও কীট তাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১২। আম্র ও লিচু এবং আঙলাত।

বাঙ্গালা-দেশে প্রতিবৎসর আম ও লিচু ও অন্যান্য ফল, বাঙ্গালার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে আম ও লিচু যত্ন করিলে খুব ভাল হয়। ভাল জাতীয় আম ও লিচুর চাষ বাঙ্গালা-দেশে যত হয় ততই ভাল। বাঙ্গালা দেশের জঙ্গল কাটিয়া এ সকল গাছের বাগান করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা-দেশের এমন মাটী যে, এখানে প্রায় সকল প্রকার গাছই ভালরূপ জন্মিতে পারে। সুতরাং যেখানে যাহা ভাল জিনিস দেখা যাইবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা আনিবার বলবতী ইচ্ছা কৃষকদিগের হওয়া উচিত।

১৩। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা-দেশের ৯ অধিবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সুতরাং, কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন বিশেষভাবে প্রয়োজন। কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নৈশবিদ্যালয়ই উপযোগী। যে-সকল ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় আছে, তাহাতেও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে নানাপ্রকার পুস্তক প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারী বিভাগ হইতে যে-সকল বুলেটিন বা সরকারী তথ্য বাহির হইতেছে, তাহার বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ-পাঠে দেখা যায় যে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিদ্যালয়ে বা পুস্তক-প্রচার-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালা-দেশে উচ্চশ্রেণীর কোনও কৃষি-বিদ্যালয় নাই। এখানে 'সাবর কলেজে'র ন্যায় একটী বিদ্যালয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

বাঙ্গালা-দেশের কৃষির উন্নতি বাঙ্গালার কৃষকদিগের উপর তত নির্ভর করে না, যতটা শিক্ষিত লোক ও গবর্ণমেণ্টের উপর ইহা নির্ভর করে। পল্লিগ্রামস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষকদিগের সঙ্গে মিশিবেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন; গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি স্থাপন করিবেন, সমিতিতে কৃষিবিষয়ের উন্নতির চর্চ্চা করিবেন, আপনারা কৃষিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, বনজঙ্গল কাটা ও পল্লি ও গৃহ পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আনাইয়া তাহা তাহাদিগকে লইয়া পাঠ করিবেন, ইহাই কৃষিবিষয়ক উন্নতির প্রথম সোপান।

'কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক' স্থাপিত করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য টাকা, যন্ত্র ও সার যোগান, কৃষি-উন্নতির দ্বিতীয় সোপান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কৃষিবিষয়ক পুস্তকের প্রচার ও কৃষি-বিদ্যালয়-স্থাপন, ইহার তৃতীয় সোপান। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা যত অধিক হইবে, ততই কৃষির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে।

ইহার চতুর্থ সোপান, যেরূপ প্রয়োজন দেখিবেন, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ আইন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

হুড্রুফল বা সুবর্ণ-রেখার জল-প্রপাত।

ভারতের নানাস্থানে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, জন-সাধারণ, হয় ত, তাহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। হাজারীবাগের নানাস্থানে এমন অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। অদ্য কেবল একটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব।

হাজারিবাগে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় ত, "হুড্রুফল" দেখিয়া থাকিবেন। সুবর্ণরেখা নদী রাঁচি এবং হাজারিবাগের সীমার পার্ব্বত্যভাগে প্রবাহিত হইয়া সাগরের দিকে গিয়াছে। হঠাৎ হুড্রু-নামক স্থানে ইহা পর্ব্বত হইতে ৪০০।৫০০ শত ফিট্ নীচে সমভূমিতে পড়িয়াছে। এইস্থান হাজারীবাগ হইতে ৬০ মাইলের উপর। আমরা হাজারিবাগ হইতে রওনা হইয়া প্রথমে মাণ্ডুর (Mandu) বাঙ্গালায় বিশ্রাম এবং আহারাদি করিলাম। মাণ্ডু হাজারিবাগ হইতে ১৭ মাইল। ইহার নিকটে অনেকগুলি কয়লার খাদ আছে। ৩০ মাইলে রামগড়। এখানে দামোদর নদ পার হইতে হয়। দামোদরের দুইপারে দুইটি বাঙ্গালা আছে। বর্ষাকালে ইহা প্রায় সহজে পার হওয়া যায় না। রামগড় এক সময়ে হাজারিবাগের রাজধানী ছিল। এখনও হাজারিবাগের লোকেরা জেলা "হাজারিবাগ-রামগড়" বলে। এখানে পুরাতন কীর্ত্তির অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দামোদরের দক্ষিণ-পারের বাঙ্গালা হইতে দামোদরের দৃশ্য অতি-মনোহর। দুইদিকে ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। ছোট ছোট প্রস্তররাশির উপর দিয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া আসিতেছে। বন্যার সময় প্রবলবেগে তাহারই উপর দিয়া জলরাশি চলিয়া আসিতেছে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

এক সময়ে রাঁচির ডাক এই পথে চলিত। তাই বন্যার সময় ডাক পারাপারের জন্য দামোদরের দুইকূলে দুইটি বৃহৎ মাস্তুল এবং তৎসঙ্গে কপি-কল এবং রজ্জু সংযুক্ত আছে। এই প্রকার যন্ত্রদ্বারা ডাক পার করা যায়, বোধ হয়, বাঙ্গালা-দেশের কোথায়ও হয় না।

রামগড় হইতে গোলা প্রায় কুড়ি মাইল। গোলা একটী জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহর। এখানকার লোকেরা বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই কথা বলিতে পারে। গোলা মানভূমের সীমার নিকটবর্ত্তী। গোলা হইতে হুড্রু প্রায় দশ মাইল। ৩।৭ মাইল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা আছে। গো-যানে তথায় যাওয়া যায়। তারপরে পাহাড়, হাঁটিয়া যাইতে হয়।

আমরা প্রাতে রওনা হইলাম; কিছু দূর গিয়া গো-গাড়ী ছাড়িয়া হাটিয়া চলিলাম। আমাদের তৈজসপত্র এবং খাদ্যাদি বহন করিবার জন্য একজন জেলেকে মুটে ধরিলাম। শুনিয়াছিলাম, হুড্রুতে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়, তাই জেলেকে বেশী পয়সা দিয়া জাল-সহ লইয়া চলিলাম। ২।৩ মাইল ব্যবধান থাকিতে একটা ভীষণ শব্দ শুনিতে লাগিলাম এবং বড় বড় কলের 'চিম্‌নি'তে যেমন ধূম উঠে তেমনি ধূমও দেখা গেল। যে-স্থানে জলপ্রপাত, তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়। পথ

প্রদর্শকের দরকার। কতকগুলি সাঁওতাল কিম্বা কোল-জাতীয় লোক আগুধাগু ঝাড়িতেছিল। তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অনেক করিয়া বলা হইল, কিন্তু তাহারা রাজি হইল না। পুরস্কারের কথাও শুনিল না। শেষে মদীয় একজন ভৃত্য বলিল, "আচ্ছা, আগে থানায় যাই, তারপর কাল দেখ্‌তে পাবে।" এই ব্যক্তি যদিও পুলিস নয়, কিন্তু তাহার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ী ছিল। তাহার কথায় অদ্ভুত ফল ফলিল। তৎক্ষণাৎ একজন ধান্ন ফেলিয়া সঙ্গে চলিল।

ক্রমে আমরা হুড্রুতে পৌছিলাম। জল-রাশি পশ্চিমদিক্ হইতে দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়িতেছে। বর্ষার জন্য স্রোত অতিপ্রবল। আমরা জীবনে কেহ কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। বিধাতার অপূর্ব্বলীলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুইঘণ্টা বসিয়াছিলাম। কাহারও মুখে বাক্য নাই! যেখানে বসিয়াছিলাম, তথা হইতে নীচের দিকে তাকান যায় না। ভীষণবেগে জল পতিত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিতেছে; আবার সেইখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত সেই জল যেন বৃষ্টি হইয়া পড়িতেছে। এই বাষ্পের উত্থান এবং পতনই 'চিম্‌নি'র ধূমের মত দূর হইতে দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ পতনের শব্দও শ্রুত হইতেছিল।

যাঁহারা হাজারিবাগের দিক্ হইতে এই জল-প্রপাত দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখিবার জন্য স্রোতের কিছু উপরে পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া, পাহাড়ের নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু তাহা শীতকালেই সম্ভব। বর্ষাকালে সে ভীষণ স্রোত পার হওয়া অসম্ভব। পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

আমাদের পথপ্রদর্শক পাহাড়ীয়াও আমাদিগকে নদী পার হইতে নিষেধ করিল। অগত্যা আমরা পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নীচে যাইতে মানস করিলাম। পাহাড়ীয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না। কেন না, সে-পথে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমাদের সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল; সুতরাং সাহস করিয়া সেই পথে চলিলাম। পাহাড় ঘুরিয়া জলপ্রপাতের ঠিক্ পূর্ব্বদিকে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর আস্তে আস্তে সকলে বসিলাম। প্রস্তরখণ্ডের উপরে অনবরত জল-বিন্দুর পতনে, উহা অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তথায় বসিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপার বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সমস্ত জলরাশি প্রথমে ছয়টী ধারায় পড়িতেছে। সর্ব্বদক্ষিণের ধারাটী খুব প্রবল নয়। তাহার পরেই কয়েকখানি প্রস্তর একত্রিত করা। উহা শিবের স্থান। তারপরের স্রোতটীও বেশী প্রবল নয়। উত্তর-দিকের চারিটি স্রোতের খুব বেগ। পাহাড়ের গায় প্রায় ৫০ ফিট বহিয়া উত্তর দিকের পাঁচটি স্রোত মিলিত হইয়া একটী বিষম বেগবান্ স্রোতের সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে ৪০০-৫০০ শত ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। বোধ হইল, প্রতিসেকেণ্ডে বিশহাজার মণ লাল ভুলা পড়িতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া জল ঘোলা এবং

লাল তুলার মত বোধ হইল। শুনিয়াছি, শীতকালে স্রোত সাদা তুলার মত দেখায়, কিন্তু তখন ইহা এত প্রবল থাকে না। এই অবস্থা নিস্পন্দভাবে প্রায় দুইঘণ্টা দেখিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় ২।৩ টার সময় উঠিয়া বনের কাট সংগ্রহ করিয়া রান্না চাপাইলাম। এ-দিকে শালপাতা তুলিয়া আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ স্রোতের জলে পাথর শক্ত করিয়া ধরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এদিকে কেহবা সেই জলে জাল ফেলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ বড় মাছ পাইল না।

পৃথিবীতে যত উচ্চ জল-প্রপাত আছে তাহার মধ্যে এই জলপ্রপাত একটী, কিন্তু এদেশে কেহ ইহার নামও করেন না। অথচ অতিদূরদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী সময় সময় আসিয়া ইহা দেখিয়া যান্। শুনিলাম, নায়াগ্রার জল-প্রপাতও এত উচ্চ নহে। কেবল তাহার স্রোত ইহার অপেক্ষা প্রবল। এই জলের স্রোতের দ্বারা কোনওপ্রকার কল-চালান যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য একজন সাহেব এখানে ঘর বাঁধিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমরা উপর হইতে দেখিতেছিলাম, স্রোতের নীচে পাহাড়ের গায় পাথরগুলি চড়াই পাখীর মত ছোট দেখাইতেছিল।

আমরা সকলে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। আহারাদি শেষ করিয়া আবার সেই প্রথমোক্ত প্রস্তরে সকলে বসিলাম, কিন্তু পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীয়া, সন্ধ্যা হইতেছে, বন্যজন্তুর ভয় আছে, বলাতে আমরা উঠিয়া পড়িলাম। একজন খড়ি দিয়া "সুজলাং" লিখিয়া রাখিল। দ্রুতপদে চলিয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় এবং জঙ্গল অতিক্রম করিলাম।

ছড়ুফলের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত! জ্ঞানময় বিধাতার এমন লীলা সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণ-মন যে কি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না!

শ্রীরজনীকান্ত দে।

অদৃষ্টলিপি।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপায়হীনা বিধবা সুধীরের মা যখন বিষ্ণুপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ বসু-মহাশয়ের বাড়ীতে পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রবেশ করিল, তখন লজ্জা-সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে আছাড় খাইতেছিল। সে শিবিকায় আসিয়াছিল; যখন যান হইতে অবতরণ করিয়া, জমিদার-বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রদর্শিত পথে, ছয় বৎসরের ছেলে সুধীরের হাত ধরিয়া সে চলিতেছিল, তখন সে মনে মনে ডাকিতেছিল, "ঠাকুর! এখন যদি পৃথিবীটা দুইভাগ হয়, তবে তাহার মধ্যে লুকাইয়া এ দাসীত্ব করিবার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাই!" কিন্তু তাহার প্রার্থনায় মেদিনী বিদীর্ণা হইল না বটে, তবে সে

অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেই, জমিদার-গৃহিণী করুণাময়ী প্রসন্ন-মুখে তাহার সম্মুখীনা হইলেন; অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন সুধীরকে বুকে টানিয়া লইলেন, তার পরে সুধীরের মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, বোন্ এস!"

সে রাধুনী হইতে আসিয়াছে, গৃহিণী বলিলেন "বোন", বুকটা যেন শীতল হইল। তারপরে করুণাময়ী তাহাদের ঘরে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কথা সবই আমি শুনেছি। তা তুমি ভেব না বোন্, কপালে যা ছিল সে ত হয়েই গিয়েছে; এখন তোমার যতদিন ইচ্ছা, আমাদের এখানে থাক।—তোমার ছেলেটি যাতে মানুষ হয়, তা' আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কোর্‌বো। আমরা শুনেছি, আমার মাসাশ্-ঠাকুরাণী তোমার মায়ের যা' হতেন; সে-সম্পর্কে তুমি আমার ননদ, আমি তোমার ভাজ; এ-বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে কোরো।"

সুধীরের মা ভুবনেশ্বরী এমন মধুমাখা কথা শুনিবার মত আশা করে নাই। এই গৃহিণীর মত ভাগ্যবতী যে তাহার মত অভাগিনীকে এমন আদরে গ্রহণ করিবেন, এমন অভয় এমন আশ্বাস দিবেন, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। তবে ত সত্য সত্য বড়লোকেরও হৃদয় আছে! এই দেবীর কাছে পাচিকা কেন,—দাসী হইয়া থাকিলেও ক্ষোভ হয় না। ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতৃগৃহে সে যে অনাদর, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা পাইয়াছে, তাহাই তাহার মনে জাগিতেছিল।

ভুবনেশ্বরী প্রণাম করিয়া করুণাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন করুণাময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্টা ঝি রামার মা'র কোল হইতে তাঁহার এক বৎসরের শিশুকন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া গৃহিণী ভুবনেশ্বরীর কোলে দিলেন। সুতরাং, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্নাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বালক সুধীর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিল। এত বড় বাড়ী-ঘর, এ রকম কায়দা-কানুন সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। চারি-মহলের প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধিয়া, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া দরওয়ান-জী টুলের উপরে বসিয়া আছেন। কাছারী-ঘরে দেওয়ান-গোমস্তা পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাদিগকে পালন ও শাসন করিতেছেন। আবশ্যক মত কাগজপত্র এবং প্রজাদিগকে উপরের বৈঠকখানায় জমিদার-বাবুর কাছে পাঠাইতেছেন। দ্বিতীয় মহলে বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ; সেখানে ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ঠাকুর-ঘর; গৃহদেবতা সেইখানে পূজিত হইয়া থাকেন। নাচঘর, তোষাখানা, দপ্তর-খানা, ডাক্তারখানা, সকলই সুসজ্জিত। তার-পরে অন্দর-মহল। সেখানও ঝি-চাকর, কুটুম্বিনী, প্রতিবেশিনী সকলে মুখর করিয়াছে। তখন বেলা অপরাহ্ণ। বারান্দায় জলচৌকির উপরে বসিয়া প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন, জমিদার-বাবুর বিধবা ভগিনী প্রতিবেশিনীদিগের সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেইখানে খাঁচায় ঝুলানো ময়না-পাখী কত কথা বলিতেছে। শেষ মহল রান্না-বাড়ী হইতে

ফেনভাত খাইয়া গাভীগুলি গোহালে চলিয়া যাইতেছে, বৎস-সকল লাফ দিয়া মায়ের সঙ্গ লইতেছে, রাখাল পাঁচনি হাতে করিয়া তাহাদের গতি সংযত করিতেছে; ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা কৈবর্ত্তজাতীয়া পেঁচোর মা, রোয়াকের উপরে বসিয়া চাউল ঝাড়িতে ঝাড়িতে মা-ঠাকুরাণীর কাছে একখানি কাপড় যাচ্ঞা করিতেছে; নিতাই-বাগ্‌দী বড় একটা রোহিত-মৎস্য লইয়া রান্নাবাড়ীর দিকে চলিতেছে; সেইখানে সে তাহা কুটিবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুধীর যেমন বিস্মিত তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন এই চাঁদের আলোর মত, নবস্ফুট ফুলের মত, জীবন্ত মোমের পুতুলের মত জ্যোৎস্নাকে মায়ের কোলে দেখিয়া সে বড়ই খুসী হইল, তাহার চাঁদমুখখানিতে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল; সে হাত বাড়াইলে জ্যোৎস্না তাহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। সে পুলকিত-চিত্তে জ্যোৎস্নাকে কোলে লইল। কিন্তু ঝি, তাহার কোল হইতে জ্যোৎস্না পাছে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নাকে ধরিল। সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া যেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল, সেইদিকে ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইল।

পুরাণ-পাঠক ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তখন পঠন ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অকস্মাৎ সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক পুরাণ-ব্যাখ্যা বন্ধ রাখিলেন এবং অপলকনেত্রে সুধীরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তার-পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "এস খোকা!"

সুধীর বাধ্যস্বভাব বালক; ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে তাঁহার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তখন তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাছে বসাইলেন। তার-পরে তিনি তাহার হস্তরেখা, ললাট, মস্তক, চক্ষু, কিছুক্ষণ সোৎসুকভাবে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। জমিদারবাবুর ভগিনী ক্ষেমঙ্করীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটী কে মা?"

বিনীতভাবে ক্ষেমঙ্করী সুধীরের পরিচয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —"আশ্চর্য্য!"

ফলিত-জ্যোতিষে এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র জ্যোতিঃশেখরের লোকবিশ্রুত সুখ্যাতি ছিল। হস্তরেখা প্রভৃতি পরীক্ষা, জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু দুই বৎসর আগে তাঁহার একটী পাঁচবৎসরের পুত্রের বিয়োগে এবং তাহার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা জ্যোতিষতত্ত্বে জানিতে পারিয়া, এই ধীর, প্রাজ্ঞ ভাগ্যবেত্তা ব্রাহ্মণ শোকাকুল হইয়া এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তথাপি অভ্যাসে এবং অনুনয়-অনুরোধের জন্য অব্যাহত হইতে পারেন নাই।

কৌতূহলাক্রান্তা ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি দেখিলেন ঠাকুর-মশাই?"

ঠাকুর বলিলেন, "দেখি নাই মা, কিছুই; তবে যেটুকু সহসা চক্ষে পড়িল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া এর পরে যা হয়, বলিব।"

পূর্ব্ববৎ মহাভারত-পাঠ আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ)

লেখিকা—শ্রীমা—

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা হাসিল ; ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এই নিন্, আপ্নি আমার ওপর বড়ই অবিচার কর্ছেন! —আপ্নি কি আমায় এতই অধম মনে করেন যে, একটা বাজে কথার ঘায়ে আমি একেবারে মূর্চ্ছা যাব? না না ; তা মনে কর্বেন না। এ ত তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ কথা ; এ শুধু চর্ম্মের ওপর একটু আঘাত দিলে কি না তাও সন্দেহ!—কিন্তু আমাকে—কারুর কাছে সে কথা বল্তেও ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়,—আমাকে, আমার এই অল্পবয়স্কতার অপরাধে ব্যক্তিবিশেষের নিকট এমন সব সাংঘাতিক মন্তব্য শুন্তে হয়, যা মর্ম্মের ভিতর খুব শক্ত ভাবেই বিঁধে যায়! কিন্তু এর জন্যে কা'র ওপর রাগ বা দুঃখ কোর্ব্বো?...এর জন্যে আমার দেশাচার দায়ী, আমার দেশের লোকের শিক্ষা-সংস্কার দায়ী ; এরূপস্থলে ব্যক্তিগত দোষ ধর্তে যাওয়াই ভুল! আমি কারুর ওপর রাগও করি না, কারুর কথার জবাবও দিই না ; চুপ্চাপ্ নিজের কাজ করে যাই।—যাক্গে, যেতে দিন্ ; এখন আর সময় নাই। আসি তবে ;—নমস্কার!"

ক্লান্তিনিপীড়িতা ডাক্তারপত্নীকে সত্বর শয়ন করিতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নমিতা তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(১৬)

সময়ের অনাটনের জন্য অসহনীয় ব্যস্ততায় নমিতার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। খুব ব্যগ্রতার সহিত চোখ-কান বুজিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া দ্রুত-চরণে চলিতে লাগিল ;—কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বিষাদবহ সকরুণ হাসি, তাঁহার সেই যন্ত্রণার্ত্ত মূর্ত্তি, নিজের ভাবনার ভিড়ে সে আজ কিছুতেই চাপা দিতে পারিল না ;—কেমন একটা অস্বস্তি-ব্যাকুলতা তাহার বুকের মধ্যে হায় হায় করিয়া নিষ্ফল পরিতাপে ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল ;—তাহার পর নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার দ্বিগুণ ক্ষোভ হইতে লাগিল। অসুস্থতা-খিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণীটির সময়োচিত কিছু সেবা-সাহায্য করা তাহার অবশ্য উচিত ছিল ; কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কিছুই সে করিতে পারিল না! কর্ত্তব্য-ত্রুটির আক্ষেপে তাহার মনটা—শুধু কুণ্ঠিত নয়, বেশ একটু উগ্র জ্বালাময় অসন্তোষে ছাইয়া গেল। পায়ের পর পা ফেলিয়া সেই বাড়ীখানা হইতে যতই সে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতর গুম্-গুম্-শব্দে বেদনার মুষ্ট্যাঘাত প্রবল জোরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল!—হায় ভাগ্য-বিড়ম্বনা! এমনই দুঃসহ অবস্থা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মসূত্র পরিচালিত হইয়াছে যে, ঠিক উপযুক্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই সে শক্তি-বঞ্চিত নিরুপায় সাজিতে বাধ্য হইল! দাসত্ব—ঐ বাহিরের বন্ধন-দাসত্ব,—যাহার ভার বহন করিতে এত দিন তাহার তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তিবোধ করে নাই, আজ তাহা নমিতার অনিচ্ছুক হাত-পা-গুলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, যে প্রয়োজন-

টুকুর অন্তভাবে প্রত্যাখানে বাধ্য করাইল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি মনে হইল। বহু-দিনের পুরাতন এবং স্বেচ্ছাস্বীকৃত হৃদয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-পূত কর্ম্মদায়িত্ব, আজ আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা-বিরোধী, উৎকট বিষাদপূর্ণ পরাধীনতা ও গ্লানি বলিয়া নমিতার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল!—তেজস্বী হৃদয়বৃত্তি, ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিতায় ঝাঁজিয়া, সজোরে মাথা নাড়া দিয়া তীরবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যত হইল!...ক্ষুব্ধা পরিতপ্তা নমিতা ভাবিল, আহা, বাজে আলাপের ধুয়া ধরিয়া অনর্থক বক্ বক্ করিয়া যে সময়টা সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে সময়টা যদি ঐ কাজটুকু করিবার জন্য এখন ফিরাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ, এই অমার্জ্জনীয় মনস্তাপ-পীড়ন হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিত!

জলখরচের হিসাবে যে মোটা অপব্যয়টা নজরে ঠেকিল তাহাকে নমিতা উপেক্ষা-ভরে এড়াইতে পারিল না। অজ্ঞাতে উষ্ণ বিরক্তিভারে তাহার ভ্রূযুগলে রুক্ষ আকুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাম-হাতের মুঠায় আবদ্ধ সূতা ও ক্রুশের মধ্যে, অন্যমনস্কতা-বশতঃ সজোর মুষ্টির নিষ্পীড়নে সূতায় গুলিটায় নম্বরি টিকিটখানার সুশ্রী সুগোল আকৃতি যে নিঃশব্দে শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিতা হইতেছে, তাহাও নমিতা আদৌ টের পায় নাই। ঘাড় গুজিয়া দ্রুত চঞ্চল চরণে সে অত্যন্ত বেগে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল। তাহার চরণ-গতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী সুশীলকে একরূপ ছুটিয়াই চলিতে হইতেছিল।

বাটীর নিকটস্থ শেষ গলির মোড় ফিরিবার সময় সম্মুখে দ্রুত আগমনশীল সুন্দর তেওয়ারীকে দেখা গেল। সে, বোধ হয়, বাসা হইতে হাসপাতাল যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রিয়জন সন্দর্শনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া, সুশীল, 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'—উপদেশটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল!—'উট-মুখো' হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, হর্ষোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে অতিব্যগ্রভাবে যেমন প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, অমনি পথের মাঝখানে পতিত একটা মস্ত ইঁটে অকস্মাৎ সজোরে ঠোক্কর খাইয়া, ঠিক্‌রাইয়া ঘুরিয়া আসিয়া নমিতার উপর সবেগে পড়িল! সেই অতর্কিত সংঘাতটা এমনি বে-কায়দায় বাজিল যে, সুশীলের সুবৃহৎ মাথাটা ত নমিতার বাম পাঁজরে বেশ জোরেই ঠুকিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে নমিতার হাতের মুঠায় ধরা ক্রুশের সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ মুখটি তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া বাম করমূলের চর্ম্মশিরা ভেদ করিয়া আড় ভাবে সটান প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বিদ্ধ করিল! বেদনার বিদ্যুৎপ্রবাহ-সন্তাড়নে মুহূর্ত্তে নমিতার মগজ শুদ্ধ যেন ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল! যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে ত্রস্ত-ভাবে সে বলিল,—"উঃ! সুশীল, দেখিস্, তোর লাগে নি ত?"

সুশীল আত্ম-সংবরণ করিয়া, সুস্থ হইয়া নিজের বেদনার সংবাদটা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, দিদির করতল-প্রান্তে তীরের ফলার মত কঠিনভাবে বিঁধিয়া স্থির নিশ্চলতায়

বিরাজমান ক্রুশটার পানে চাহিয়া, সহসা আতঙ্ক-ব্যাকুলতায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ গো, উহু—হু, যাঃ! দিদি!—"

ক্ষণমধ্যে আত্মদমন করিয়া, দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিবার ক্ষমতায় অভ্যস্তা, চির-সহিষ্ণু নমিতা শান্ত ও আশ্বাসের স্বরে বলিল, "চুপ চুপ্! ভয় কি? বিঁধে গেছে তা কি হবে? বোকার মত হাউ চাউ করিস্ নি;—থাম্।"

"দেখি—দেখি—" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে অন্য দুইখানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, বিনা দ্বিধায় তপ্ত কঠিন স্পর্শের চমকে, আহত হাতখানা এক হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে কুনুইয়ের প্রান্ত ধরিয়া সন্তর্পণে তুলিয়া, টানিল। নমিতা দেখিল সে সুরসুন্দর তেওয়ারী!—সুরসুন্দর মাথা ঝুঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল, আরক্তবদনা নমিতা ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদুস্বরে বলিল, "ছেড়ে দিন্, সামান্যই বিঁধেছে।—"

উদ্বিগ্ন সুরসুন্দর নমিতার ব্যবহারে কিছু-মাত্র মনোযোগ না দিয়া, অকুণ্ঠিত অথচ সুকোমল আদেশের স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, টান্বেন না,—একটু সহ্য করুন্, ওটা টেনে বের করে ফেল্তে হবে।"

যতই বিপন্ন হওয়া যাক্ না, একটু ধৈর্য্যশীল হইতে অভ্যাস করিলে,—মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটা প্রয়োজনের সময় বেশ সদ্ব্যবহারে লাগে। অসহিষ্ণুতাই যন্ত্রণা বেশী বাড়াইয়া তুলে এবং কাণ্ডজ্ঞান-লোপ করে। সুরসুন্দরের প্রস্তাব মত ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রুশটা উৎপাটিত করিতে দেওয়ায় নমিতার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না,—কিন্তু সে বুঝিয়া দেখিল তাহাতে সদ্যোযন্ত্রণামুক্তির আশা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ আশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী।—ইতস্ততঃ করিয়া শান্ত অবিচলিত মুখে নমিতা বলিল, "সেটা পারা যাবে কি? ক্রুশের মুখ যে বঁড়শীর কাঁটার মত বাঁকানো;—টান্তে গেলে এখনি শিরায় আটকে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাতে আরো মুস্কিল হবে—।"

"তবে?"—এই বলিয়া ক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর পুনরায় বলিল, "তবে? কি করা যায় বলুন্ দেখি?"

স্থিরনয়নে ক্রুশ-বিদ্ধ স্থানটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নমিতা বলিল, "ছুরী ভিন্ন গতি নাই। হাঁস্পাতালে এখন এঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি? আমাদের স্মিথ্ কোথায়?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিনি এইমাত্র একটা 'কল' থেকে ফিরে কুঠিতে গেছেন।"

ন। আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে এখন জ্বালাতন করা টা ত……।

সুরসুন্দর। কিন্তু না হলে উপায় কি? হাঁস্-পাতালে এখন শুধু সত্যবাবুকে দেখে এসেছি; কিন্তু তাঁর চোখ ভাল নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুরী ধর্তে তিনি রাজী হবেন কি?—হয় ত, ডাক্তার মিত্র ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি আপ্নাকে অপেক্ষা কর্তে বলবেন্। আহা-হা, ওখানটা থেকে রক্ত গড়াতে আরম্ভ হোল! দাঁড়ান্; আমার এই রুমালটা দিয়ে—।"

ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত সুরসুন্দর, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ধব্‌ধবে পরিষ্কার অল্পমূল্যের একটি ছোট রুমাল বাহির করিয়া নমিতার ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু নমিতা

কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করুন।"

সুরসুন্দর থমকিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণমধ্যে তাহার বিশাল আয়ত নয়নে ক্ষোভোত্তেজিত ভৎর্সনা-বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। স্থির তেজস্বী কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিও আমায় ক্ষমা করুন্।—কিন্তু মিস্ মিত্র, আজ এখানে চুপ করে থাক্‌বার সাধ্য আমার নাই। আপ্‌নারা কি মনে করেন, জানি না;—কিন্তু অন্তর্য্যামী সাক্ষী, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন্, আমি আপ্‌নাদের নিজের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারি না, পার্‌বো না!—"

শেষকথাটা সুরসুন্দর এমন জোরে উচ্চারণ করিল যে, বোধ হইল, তাহার স্ফীতবক্ষের ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া তাহার মর্ম্মনিহত শক্তি-তেজস্বিতা প্রচণ্ড বেগে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া বজ্র-ঝঙ্কারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল!

কাহারও চড়া আওয়াজের ঝাঁকালো কথা কোনও দিন নমিতার কানে শ্রুতি-খকর বলিয়া ঠেকে নাই; কিন্তু আজ এইখানে, এই তীব্র কঠিন তিরস্কার-শব্দ—ইহা শুধু কাণে নহে,—একেবারে প্রাণের উপর গিয়া গম্ভীর ভৈরব রাগের দৃপ্ত-মূর্চ্ছনায় সজোরে বাজিল! —কাণ বুঝিল, ইহা কৌশলাভ্যস্ত কণ্ঠের প্রবঞ্চনা-বাণী নহে! প্রাণ চিনিল—ইহা প্রাণের নিষ্ঠাপূত আবেগে উৎসারিত—অকপট সত্য!

অবাক্ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার চরম আঘাতে পূর্ণমুক্ত করিয়া, পরম পুরস্কারের প্রসাদ আসিয়া নমিতার অন্তরে পৌঁছিল! বিশ্বাসে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, আনন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ-জড়তা এক ঝাপ্টায় অন্ধকারে দূর করিয়া দিয়া, গভীর আশ্বাসে শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া নমিতা বলিল, "দিন্ রুমাল;—না না, আপ্‌নিই বেঁধে দিন্।"

নমিতা সাবধানতার চেষ্টা ভুলিয়া, যন্ত্রণার আশঙ্কা ভুলিয়া, ত্রস্তে বামহাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, আস্তিনের বোতাম্ খুলিয়া জামা গুটাইয়া লইল। সুরসুন্দর প্রসন্ন-বদনে, মর্ম্মস্পর্শী স্থিরদৃষ্টিতে একবার নমিতার সেই দৃঢ়, প্রশান্ত, মহত্ত্ব ও গরিমায় উজ্জ্বল, তরুণ, সুন্দর মুখের পানে চাহিল; তারপর কোনও কথা না বলিয়া, দৃষ্টি নামাইয়া, নতশিরে তাহার হাতের রক্ত মুছাইয়া রুমাল বাঁধিতে মনোযোগী হইল।

সুশীল এতক্ষণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। এইবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া, সাগ্রহে আশান্বিত মুখে বলিল, "ঐ যে,—ডাক্তারবাবু, প্রমথবাবু আস্‌ছেন!"

নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল;—সুরসুন্দরও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল,—হাঁ, ডাক্তার মিত্রই বটে। তিনি শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে ফিরিতেছেন; হাতে পেন্সিল ও 'নোট-বুক' রহিয়াছে। তিনি অশোভনীয় গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গীতে অতি-মাত্রায় ছাতি ফুলাইয়া, ক্রূর-কঠোর তাচ্ছীল্য-ব্যঞ্জক ভাবে, আকর্ণ-ভ্রূকুঞ্চিত-ললাটে, দৃষ্টিতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র জ্বালায় ঈর্ষা ভরাইয়া,